NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ অভয়া খুনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়কে ফের জেরা করার অনুমতি পেল সিবিআই

সুদীপ্তর জামিনে রাজনৈতিক ঝড়, তীব্র আক্রমণে বিরোধীরা ৩

কলকাতা ১০ এপ্রিল ২০২৬ ২৬ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.04.2026, Vol.19, Issue No. 298, 8 Pages, Price 3.00

TMC-র ভয়ের রাজত্বে

আলু রপ্তানিতে বাধা — হ্যাঁ

কৃষকদের সঙ্কট, আত্মহত্যা বেড়েছে — হ্যাঁ

পশ্চিমবঙ্গ চাল উৎপাদনে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে — হ্যাঁ

তরাই, ডুয়ার্সের প্রায় ৮০% চা বাগান বেহাল — হ্যাঁ

চা বাগানের ৫ লাখ শ্রমিক সঙ্কটে — হ্যাঁ

চা শ্রমিকেরা বকেয়া PF থেকে বঞ্চিত, কম মজুরি — হ্যাঁ

'চা সুন্দরী' দুর্নীতির কারণে চা শ্রমিকেরা বঞ্চিত, অসহায় — হ্যাঁ

ভয় নয় ভরসা

পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার

বিজেপি

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সঙ্গে দুর্নীতিবাজদের হিসাব'

বুবুন মুখোপাধ্যায় ■ আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমানের সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ও পশ্চিম বর্ধমান সংলগ্ন বাঁকুড়ার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার জনসভা করেন। প্রথমেই আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে নির্বাচনী জনসভা করতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একসময় এই শিল্পাঞ্চলে কাঁচ কারখানা, কয়লা খনি, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা-সহ অনেক শিল্প ছিল। কিন্তু অতীতে বাম জমানায় ও বর্তমানে তৃণমূলের শাসনকালে সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, মাটির নিচের কয়লা আর নদীর বালি এখন তৃণমূল সিন্ডিকেটের দখলে। আগে ভারতবর্ষে সমগ্র রোজগারের ১০০ টাকার মধ্যে বারো টাকা আসতো এই রাজ্য থেকে। কিন্তু বর্তমানে দেশের রোজগারের ১০০ টাকার মধ্যে মাত্র ৫ টাকা আসে এই বাংলা থেকে।

তিনি বলেন, 'আজকে যেখানে দেশের অন্যান্য রাজ্য উন্নতির দিকে যাচ্ছে সেখানে এই রাজ্যের দুর্নীতিবাজ শাসকদের জন্য উন্নয়ন নিম্নগামী হচ্ছে । বিজেপি সরকার এলে ডবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যের বেকারদের চাকরি, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্প সবই হবে। বিগত ভোটগুলিতে ভোটারদের ভয় দেখানো ও ছাপ্পা ভোট দিয়ে সরকার গড়েছে। কিন্তু এবার তা হবে না। মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে বর্তমান সরকারকে সরিয়ে বিজেপি সরকারকে আনার।'

মোদী বলেন, 'জো জো রাজ্য মে বিজেপি সরকার হে, উহা হাম লোগ বোলতাহে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। লেকিন ইহা ভাজ্পা সরকার গরনে কা বাদ হামলোক কা নারা হোগা, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ওউর দুর্নীতিবাজ কা চুন চুনকে হিসাব।'

তিনি আরও বলেন, বর্তমান কেন্দ্র সরকার শিল্পাঞ্চলে লৌহ ইস্পাত শিল্পের জন্য ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। অন্ডাল স্টেশনকে মডেলস্টেশন করার কাজ শুরু হয়েছে। বাংলায় বিজেপি সরকার গড়ার পর আসানসোল শিল্পাঞ্চলকে মেট্রোপলিটন সিটিতে রূপান্তরিত করা হবে।

এদিন আসানসোলের লোকো স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার থেকে মোদী নামেন। দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট নাগাদ মঞ্চে ওঠেন। দুটো দশ মিনিট থেকে দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তিনি বক্তব্য রাখেন। এদিনে প্রার্থীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

'গণতন্ত্রকে চৈত্র সেলের মতো বিক্রি করে দিয়েছে বিজেপি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়ার সার্কাস ময়দানে বৃহস্পতিবার মিনাখাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী উষা রানী মণ্ডল ও হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মুহম্মদ আবদুল মাতিন-এর সমর্থনে সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসআইআর থেকে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের অত্যাচার, হাড়োয়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে একাধিক ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'গণতন্ত্রকে চৈত্র সেলের মতো বিক্রি করে দিয়েছে বিজেপি।' এরপরই হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না।'

মমতা বলেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বললে বিজেপির রাজ্যে মারা হয়। অনুপ্রবেশকারী বলা হয়। আর বিজেপি বাইরের থেকে এখানে লোক নিয়ে আসে। তারা বাংলায় অনুপ্রবেশকারী এটা মাথায় রেখে দাও বিজেপি। বর্ডার, সিআরপিএফ কার হাতে? কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হাতে। ইনকামট্যাক্স, ইডি, সিবিআই সব বিজেপি সরকারের হাতে। আজকে বাংলাকে দখল করার জন্য ৯০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছো। মনে রেখো তাতেও আমরা জিতবো। সুপিম কোর্টে গিয়ে ৩২ লক্ষ লোকের নাম তুলেছি। আগামীদিন সবার নাম তুলবো। আমার একটাই দুঃশ্চিন্তা, তাদের নাম ভোটের পরে উঠলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু এবার ভোটটা দিতে পারবে না। বিজেপি এটাই চায়।'

বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বললে বলছো বিদেশি ভাষা? যে বাংলা স্বাধীনতার আন্দোলন করেছে। স্বাধীনতা আআন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। নেতাজিকে বলছো ভারত বিদ্বেষী, যে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছে সেই নজরুলকে বলছো কমিউনাল। তার গান গেয়ে আমরা বড় হয়েছি। তাকে আমরা যথাযথ সম্মান দিয়েছি। বাঙালি মনীষীদের অপমান করছে। বাবা সাহেব আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনকে ধ্বংস করে দিয়েছে বিজেপি। ভোট আসলেই ক্যাশ, আর ভোট চলে গেলেই গ্যাস, মানে মিথ্যে কথা। গ্যাস আর পাবেন না। আর যারা ৫০০ টাকা নিয়ে মিছিল মিটিং এ যাচ্ছেন তাদের বলি, ওই টাকায় সংসার চলবে না। এখন এজেন্সি দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অ্যাকাউন্ট চাইছে। যদি আমার নাম করে বা রাজ্য সরকারের নাম করেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চায়, দেবেন না। তাহলে আপনার যেটুকু আছে সেটাও চলে যাবে।'

বৃহস্পতিবার মাছ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তোপের জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিনাখাঁর সভা থেকে মমতা বলেন, আগে ইলিশের জন্য বাংলাদেশ ও হায়দরাবাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। কিন্তু বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বাংলা স্বাবলম্বী।

এদিনই হলদিয়ার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেন, বাংলায় মাছের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এখনও মৎস্য প্রতিপালনে আত্মনির্ভর নয় রাজ্য। এখনও পর্যন্ত অন্য রাজ্য থেকে বাংলায় মাছ আমদানি করতে হয়। যদিও মোদীর এই সব অভিযোগ কার্যত খণ্ডণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, আগে বাংলায় খুব বেশি ইলিশ মাছ পাওয়া যেত না। বর্তমানে ডায়মন্ড হারবারে রিসার্চ সেন্টারে গবেষণার মাধ্যমে বাংলাতেই প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ উৎপাদন হয়।

ভবানীপুরেও পরিবর্তন, তির মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আবহে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া যেন হয়ে উঠল রাজনৈতিক বার্তার মঞ্চ। প্রতিকূল আবহাওয়া পেরিয়ে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পরে সভায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি আক্রমণ শানালেন রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে, পাশাপাশি শোনালেন 'ছয় গ্যারান্টি'র প্রতিশ্রুতি।

অন্যদিকে, হলদিয়ার সভা থেকেই ভবানীপুরকে নিশানা করে তাঁর দাবি, 'যে ভাবে নন্দীগ্রাম একদিন দিশা দেখিয়েছিল, ভবানীপুরেও সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়বে।' তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এ লড়াই কেবল একটি কেন্দ্রের নয়, বৃহত্তর রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত। তাঁর কথায়, 'মানুষ আর আগের পরিস্থিতি চায় না, নতুন পথের সন্ধান করছে।'

মোদীর 'ছয় গ্যারান্টি'

- বাংলায় 'ভয়ের রাজনীতি' বদলে ভরসার পরিবেশ তৈরি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- সরকারকে মানুষের কাছে জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ করে তোলা।
- দুর্নীতি, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের সমস্ত অভিযোগের ফাইল পুনরায় খোলা।
- তৃণমূল আমলে দুর্নীতিতে জড়িতদের আইনের পথে জেল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।
- তৃণমূল আমলে দুর্নীতিতে জড়িতদের আইনের পথে জেল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।
- অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার, তবে শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা।
- সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সপ্তম পে কমিশন চালু করা।

মোদীর অভিযোগ, 'বাংলায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ব্যবসা বা উন্নয়ন ভয়ের ওপর দাঁড়ায় না, ভরসার ওপর দাঁড়ায়।' তাঁর দাবি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রশাসনকে মানুষের কাছে দায়বদ্ধ করা হবে এবং আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা হবে।' সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন দুর্নীতি ও নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে। তাঁর কথায়, 'সব দুর্নীতি, সব অন্যায়ের ফাইল খোলা হবে। যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের জায়গা হবে জেলেই।' একই সঙ্গে অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও কড়া অবস্থান জানিয়ে বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের রাখা হবে না, তবে শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করা হবে।'

সরকারি কর্মীদের উদ্দেশেও আশ্বাস শোনা যায় তাঁর গলায়। বলেন, 'ভয়ের পরিবেশে আর কাজ করতে হবে না, সপ্তম পে কমিশন চালু হবে।' তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মোদীর মন্তব্য, ''ওরা 'পিএম' শব্দটাই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ না করলে উন্নয়ন অসম্ভব।''

আমোদী-প্রমোদীবাবু, কটাক্ষ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ২৪ পরগনার পলতা ও আগরপাড়ায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে বৃহস্পতিবার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি-সহ নরেন্দ্র মোদী ও শাহকে একযোগে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পলতার জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'করতে লুট, ওরা বলছে ঝুট। ওরা বাংলাকে জোর করে দখল করতে চায়। সেইজন্য ৯০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে।'

তিনি লড়াই করতে রাস্তায় বসেছেন। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ৩২ লক্ষ মানুষের নাম তুলেছেন। বাকি নামগুলো তিনি তোলার চেষ্টা করবেন। তাঁর সংযোজন, হলদিয়ায় গিয়ে বলেছেন, বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিহারে মাছ খেতে দেন না। দিল্লিতে মাছ খেতে দেন না। উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না। আমরা আশি শতাংশ মাছ উৎপাদন করি। আমোদী, প্রমোদীবাবুরা একটু জেনে রাখুন। বাংলার মাছ খাওয়া নিয়ে ভাবতে হবে না। নাম না-করে এদিন শাহকে নিশানা করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'ও মোটা ভাই, সাথে আছে তোমার ইডি, সিবিআই।' অনুপ্রবেশ ইস্যুতে পলতা ও আগরপাড়ার জনসভা থেকে এদিন ফের কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না-করে মোদী, শাহকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'বর্ডার আটকানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। বিএসএফ, কাস্টমস সবই তো কেন্দ্রের অধীনে। আমোদী, প্রমোদীবাবুরা বলছেন, এখানে নাকি অনুপ্রবেশকারীদের কারখানা হবে। ওরা বহিরাগতদের কারখানা করার চেষ্টা করছে'।

প্রসঙ্গত, নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তিন বারের বিধায়িকা মঞ্জু বসুকে এবারে টিকিট দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। মঞ্জু বসুর নাম না করেই তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, নতুনদের সুযোগ দেওয়া উচিত। নতুনদের সুযোগ দেওয়া কি অন্যায়। তাঁর কথায়, প্রবীণদের যেমন সম্মান দিতে হবে। তেমনই নবীনদেরও এগিয়ে দিতে হয়। আগরপাড়ার উসুমপুর বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের সভা থেকে কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল করলে সবুজ ধ্বংস করা যাবে না। মাঠ ধ্বংস করা যাবে না। পুকুর ভরাট করা যাবে না। তাঁর অভিযোগ, বাইরে থেকে বাংলায় অস্ত্র আসছে। টাকার আমদানি করা হচ্ছে। মিছিলে ভিড় করার জন্য গরিব মানুষের পকেটে পাঁচশো টাকা গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, দুরাচারী, অত্যাচারী, দাঙ্গাকারী, ভোট-কাটারি, এঁদের কোনও ক্ষমা নেই।

পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে মমতা বলেন, সিপিএমের আমলে তিনি অনেক মার খেয়েছেন। বিজেপির আমলে অত্যাচার, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, ধমক, চমক অনেক দেখেছেন। কিন্তু তিনি কোনওদিন মাথানত করেননি। তাঁর অভিযোগ, বাংলাকে টুকরো করার এবং বাংলায় এনআরসি করার চক্রান্ত চলছে। বেঁচে থাকতে তিনি ডিটেনশন ক্যাম্প কিছুতেই করতে দেবেন না বলে এদিন সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চিরজীবন পাবেন। যুবসাথীও মিলবে। তাছাড়া জীবিকার সন্ধানও করা হবে। আগামীদিনে দুয়ারে স্বাস্থ্য হবে। ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ সবই থাকবে।

নির্বিঘ্নেই ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: শেষ হয়েছে অসম, কেরল এবং পুদুচেরির ভোটগ্রহণ। পুদুচেরিতে ইতিহাস তৈরি হল ভোটদানের নিরিখে। গত বছরের বিধানসভা ভোটের নিরিখে বেড়েছে অসমে এবারের ভোটদানের হার। কেরলেও গতবারের তুলনায় ভোটদানের হার বেড়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ইতিহাস তৈরি হল বৃহস্পতিবারের বিধানসভা নির্বাচনে। ৮৯ শতাংশেরও বেশি ভোটার নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন এদিন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয় দুই রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। সন্ধে ৬টা পর্যন্ত তিন বিধানসভা নির্বাচনেই ছিল ভোটারদের ভিড়।

ইরানকে চাপ, এখনই সরছে না ট্রাম্প-সেনা

ওয়াশিংটন, ৯ এপ্রিল: সমঝোতার রাস্তায় হেঁটেও যেন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোচ্ছে না। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা একপ্রকার অনিশ্চিত। তার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যত দিন না সমঝোতা চূড়ান্ত হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত ইরানের আশপাশের অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা সরানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ফলে ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারি আবার নতুন করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন অনেকে।

ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এই অঞ্চলে যত মার্কিন রণতরী, যুদ্ধবিমান এবং সেনা মোতায়েন আছে, তা এখনই সরানো হবে না। যত দিন না সমঝোতা চূড়ান্ত হচ্ছে, তত দিন সেনা মোতায়েন থাকবে ওই অঞ্চলে।' ইরানকে তাঁর বার্তার মাধ্যমে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন ট্রাম্প, ওরা হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কোনও রকম পরমাণু কর্মসূচি করবে না বলেও শান্তি সমঝোতায় বলেছে। কিন্তু সেই সমঝোতা যদি লঙ্ঘন করা হয়, তা হলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে। আবার হামলা শুরু হবে। আর এ বার ইরান কল্পনা করতে পারবে না হামলা কী ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছবে।

ঘটনাচক্রে, সংঘর্ষবিরতির শর্ত হিসাবে আমেরিকার কাছে যে ১০ দফা দাবি জানিয়েছে ইরান, তার মধ্যে একটি ছিল, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা সরাতে হবে। কিন্তু সেই শর্তকে কার্যত উপেক্ষা করেই ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিলেন, এখনই সেনা সরানো সম্ভব নয়।

এবার ইজরায়েলি হানা লেবাননে, নিহত ২৫০

বেইরুট, ৯ এপ্রিল: আমেরিকা-ইরানের মধ্যে দু'সপ্তাহ যুদ্ধবিরতি হলেও পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা বন্ধ হচ্ছে না। পশ্চিম এশিয়ার অপর প্রান্তে, লেবাননে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। যার জেরে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে সমঝোতা শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, তা নিয়েও সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

ইজরায়েলি হানায় গত ২৪ ঘণ্টায় লেবাননে ২৫০-এর বেশি নিহত হয়েছেন। জখম হয়েছেন হাজারের বেশি। সবচেয়ে বেশি হতাহতের খবর মিলেছে লেবাননের রাজধানী বেইরুটে। এই হামলার প্রতিবাদে হরমুজ প্রণালী ফের 'অবরুদ্ধ' করে দিয়েছে ইরান। তা নিয়ে বিপাকে পড়েছে আমেরিকাও। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ অবিলম্বে খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এত দিন ইরান এবং উপসাগরীয় অঞ্চলই ছিল সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু। এখন সেই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে লেবানন। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটিতে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা, বিশেষ করে লেবাননের দক্ষিণ প্রান্তে।

মোথাবাড়ির মূল অভিযুক্তকে হেপাজতে চাইছে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের কালিয়াচকে অশান্তি ঘিরে তদন্তে জোরদার তৎপরতা। রাজ্য পুলিশের গ্রেপ্তার করা মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল ইসলামকে এবার নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। যদিও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নথি হাতে পাননি বলে দাবি তাঁর আইনজীবীদের।

পুলিশি নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যেই সংবাদমাধ্যমের সামনে মোফাক্কেরুলের বার্তা, 'তদন্তে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।' তবে ঘটনার নেপথ্যে আর কারও যোগ আছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে চাননি তিনি। এদিকে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তুঙ্গে। একই ঘটনার প্রেক্ষিতে এক প্রার্থী সরাসরি দাবি করেছেন, 'যাঁকে ধরা হয়েছে, তিনি মূল চক্রী নন। প্রকৃত মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার করা উচিত।' এই মন্তব্য ঘিরে জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

আইনি পরিস্থিতিও জটিল। একটি মামলায় বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ থাকলেও, অন্য মামলায় পুলিশি হেপাজতের কারণে এখনও থানার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছেন অভিযুক্ত। তাঁর পাশাপাশি আরও এক

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধেও রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে।

এই আবহে অভিযুক্তের আইনজীবীদের বিস্ফোরক অভিযোগ, 'ভোটের স্বার্থে চক্রান্ত করে আমাদের মক্কেলকে ফাঁসানো হয়েছে।' ফলে তদন্তের দিক কোন দিকে মোড় নেবে, সেদিকেই এখন নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সমীর কুমার ঘোষ ১৮/৩/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Samir Kumar Ghosh ও Samir Kr. Ghosh একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম সমীর কুমার ঘোষ।

নাম-পদবী

১/৪/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি ছালেহার ঘরামী ও ছালেহার মন্ডল ও আমার পিতা আবুবক্কর ঘরামী ও আবুবক্কর মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

১/৪/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি আবুবক্কর ঘরামী ও আবুবক্কর মন্ডল ও আমার পিতা মুনছের ঘরামী ও Md. মুনছের আমি ঘরামী ও মুনছের মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Mohidul Sardar, S/o- Ajijul Sardar, Vill- Kumruli, P.O- Hadipur, P.S.- Deganga, Dist- (N) 24 PGS, Pin- 743424, Sl. NO- 13497, 30/03/2026 তারিখে বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পিতা Ajijul Sardar & Aijul Sardar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **LAXMI NARAYAN AGARWAL** S/O Late Hariram Agarwal residing at 20, Park Road, Titagarh, P.O. & P.S. : Titagarh, North 24 Parganas, PIN- 700119, W.B. do hereby declare vide affidavit no. 627 dated 08.04.2026 that out of my marital wedlock with Kavita Agarwal, one male child namely Adarsh Agarwal was born on 22.02.2001. My actual name is Laxmi Narayan Agarwal and it is recorded in my Aadhar and Voter Card and it is recorded in my Son Adarsh Agarwal's Aadhar, PAN Card but in my son's birth certificate bearing no. 005742 issued by Barrackpore Municipality and in his certificate of migration bearing MC No. 1681148 as well as in the statement of marks for the year 2017 and 2019, my name has been recorded as Lalit Agarwal inadvertently. Laxmi Narayan Agarwal and Lalit Agarwal is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম **Chanchala Payra**, পিতা- মৃত **Anil Payra**, গ্রাম- কয়লাপাড়া, পোঃ- হারাধনপুর, থানা- সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। আমার কন্যাদ্বয়ের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুলবশত **Chanchala Payra Maiti** লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে আলিপুর ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে **Affidavit No: 12913/25** যোগে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা **Subhangi Maiti** মাতা- **Chanchala Payra** ও **Subhangi Maiti** মাতা- **Chanchala Payra Maiti** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং অপর কন্যা **Suchana Maiti** মাতা- **Chanchala Payra** ও **Suchana Maiti** মাতা- **Chanchala Payra Maiti** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমি **Chanchala Payra**, পিতা- মৃত **Anil Payra** ও **Chanchala Payra Maiti** স্বামী-**Subir Kumar Maiti** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সাধারণ নোটিশ

আমাদের অন্যতম এক মক্কেল আরমান আলি মোল্লা -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২২.১২৫ ডেসিমেল, দাগ নং ৭৭৭, ৪৪৮ এবং ৪৪৭, আরএস খতিয়ান নং ১৯৩ এবং ২১৮, এলআর খতিয়ান নং ১২৬৭, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ২০১৬, মৌজা - পূর্ববানাঘাট, জেএল নং ৩৩, থানা : মথুরাপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন স্বত্বাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট মূল বিক্রয় দলিল (পূর্ব দলিল) রেজিস্ট্রিকৃত এসআর মথুরাপুর, বুক নং ১, দলিল নং ৪১৮৮-১৯৯০ সালের স্থানান্তরিত/হারিয়ে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট স্থানান্তরিত/হারিয়ে ফেলা সম্পর্কে বকুলতলা থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৪৩০ তারিখ ০৮.০৪.২০২৪ দায়ের করেছেন।
কোনও ব্যক্তি বা কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর উক্ত সম্পত্তি বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং / বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন, ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার, রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/ ৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই এপ্রিল, ২৬ শে চৈত্র। শুক্র বার। অষ্টমী তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই সকাল ৮/৩২ মিনিট পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নীলদর্পণ রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র র তিরোধান দিবস। গাজন উৎসব।)

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9398 নং এফিডেভিট বলে আমি Sajeda Khatoon W/o. Abul Kalam Dewan, R/o. Kazimoholla, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sajeda Khatoon, Sajida Khatun, সজেদা খাতুন, সজিদা খাতুন ও সাজিদা খাতুন, W/o. Abul Kalam Dewan (আবুল কালাম দেওয়ান) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 189 Pandua Assembly, Part No. 220, Sl. No. 26, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 08/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9604 নং এফিডেভিট বলে আমি Saokat Ali Sekh S/o. Late Moslem Ali Sekh, সাং মুসার, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Saokat Ali Sekh, Sekh Saokat Ali, Saokat Ali Mondal & Saokat Mondal ও আমার পিতা Moslem Ali Sekh, Sekh Moslem Ali, Moslem Ali Mondal & Moslem Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 190 Polba Assembly, Part No. 151, Sl. No. 215, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 08/04/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 13 নং এফিডেভিট বলে আমি Piya Dutta W/o. Sujit Dutta & D/o. Pulin Halder ও Piya Mondal W/o. S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 10545 নং এফিডেভিড বলে আমি Kausalya Rajbhar W/o. Late Basudev Rajbhar, R/o. Chak Bansberia, Bansberia, Mogra, Hooghly-712121, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের, বাঁশবেড়িয়া ব্রাঞ্চের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে (XXXX8663) আমার সঠিক নাম Kausalya Rajbhar W/o. Basudev Rajbhar-এর পরিবর্তে Kausilla Devi W/o. Basudev Rajbhar লিপিবদ্ধ আছে। আমি Kausalya Rajbhar W/o. Basudev Rajbhar & Kausilla Devi W/o. Basudev Rajbhar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6696 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Makal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gobinda Makal & G. Ch. Makal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 07/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6695 নং এফিডেভিট বলে আমি Saroj Majumder S/o. Bhuban Majumder ও Saroj Kr. Majumder S/o. B. C. Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 9200 নং এফিডেভিড বলে আমি Ammar Midday S/o. Aftabuddin Midday, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1226, 18/06/1996) আমার সঠিক নাম Ammar Midday S/o. Aftabuddin Midday (পিতা) & Aleya Begam Midday (মাতা)-এর পরিবর্তে Ammar Hossain Middya S/o. Aftapuddin Middya (পিতা) & Alaya (মাতা) লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ammar Midday S/o. Aftabuddin Midday (পিতা) & Aleya Begam Midday (মাতা) & Ammar Hossain Middya S/o. Aftapuddin Middya (পিতা) & Alaya (মাতা), সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা,১) অমিত বিশ্বাস, পিতা-মৃত ফিতীশ বিশ্বাস, সাং- নেউলিয়া, পো:-পূর্ব বিষ্ণুপুর, ২) মো: রিজাউল হালসানা, পিতা-মৃত ফরোজ হাসসানা, সাং-পদ্মবিনা, পো: সিলিন্দা, ৩) অসীম মল্লিক, পিতা মৃত-অনিল মল্লিক, সাং-বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, সকলের থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া, সকলের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত 30/11/2021 তারিখে IV-185/21 নং আমমোক্তারনামা শ্রী শংকর বিশ্বাস, পিতা-মৃত নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং-নিউলিয়া, পো:-পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া পক্ষে বিগত ইং-21/03/2023 তারিখে I-1354/23 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, শ্রী সুকান্ত শিকদার, পিতা-শ্রী শ্যামল শিকদার, হাল সাং-জগন্নাথপুর, পো:-পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ।
তপশিল ১৬২ জগন্নাথপুর আর. এস নং ৭৪, এল আর নং ২১৪/১, আর. এস ও এল. আর দাগ নং ৫৪৬ পরিমাণ ৬৮ শতক জমি ক্রয় করেন, মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সুভাষ চন্দ্র ভদ্র ওরফে সন্তোষ চন্দ্র ভদ্র, পিতা- মৃত মনীন্দ্র চন্দ্র ভদ্র, পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা Book-1 716/2014 নং 11/02/2014 তারিখে শ্রী সুব্রত ঘোষ, পিতা- শ্রী গোপাল ঘোষ, উভয়ে সাং-জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, পিন- ৭৪১২২৩, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। পক্ষে বিগত ইং-14/10/2015 তারিখে I- 4028/15 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, ১) শ্রী নিরমল বিশ্বাস, ২) অমিত বিশ্বাস, উভয়ে পিতা- মৃত মুকুন্দ বিশ্বাস, সাং- জগন্নাথপুর, পো:-পূর্ব বিষ্ণুপুর, পিন-৭৪১২২৩, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ।
তপশিল জগন্নাথপুর মৌজার আর. এস ৪০৬,৬৫৮ ও ৭০৬ নং, এল. আর দাগ নং ৮৬০, আর. এস ও এল. আর দাগ নং ৩৫৬, পরিমাণ ৩৯ শতক জমি ক্রয় করেন, মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা মহঃ সাবির আনসারী, পিতা ৺আব্দুল শুকুর, সাং Ansar Nagar, Chatra, PO+PS + Dist Chatra (Jharkhand) কে আমমোক্তার দাতা ১. মহঃ রসিদ আসরফ, ২. মহঃ সৈইদ আনোয়ার, ৩. শম্মুল পরবিন, পিতা মহঃ সাবির আনসারী, ৪. রেহানা পরবিন, স্বামী মহঃ সাবির আনসারী, ৫. সারতাজ উমর, পিতা সাবির হুসেন এবং ৬. মহঃ আক্রাম ওর্ফে আক্রাম হুসেন, পিতা জয়নুল আবেদিন, সাং Ansar Nagar, Chatra, PO+PS + Dist Chatra (Jharkhand)। তাঁদের নিজ নামিত রেকর্ড জমি ঝালদা মৌজার (JL No. 131) LR খতিয়ান নং 12053, 12054, 12055, 12064, 12066 এবং 12067, LR প্লট নং 2631, 4230, 4231 ও 4233 এই 4 প্লটে মোট পরিমান 89.76 (উননব্বই দশমিক সাত ছয়) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য Purulia D.S.R. আফিসের 2025 সালের 2597 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতা মহঃ সাবির আনসারী, পিতা ৺আব্দুল শুকুর এর নিকট আমার মোক্কেল :- ১. সরফরাজ খাঁন, ২. আবু জাহিদ খাঁন, ৩. এজাজ খাঁন, ৪. মেরাজ খাঁন, ৫. তফিক খাঁন, ৬. মাহেদা খাতুন, ৭. মিশবা খাতুন, ৮. জাহেদা খাতুন, ও ৯. জাবেদা খাতুন, সকলের পিতা মুজাহিদ খান, সাং হুসেনডি, পোঃ+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, Jhalda ADSR অফিসের 2026 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 748 নং কোবালা দলিল মুলে LR প্লট নং 2631, 4230, 4231 ও 4233 - 4 টি প্লটে মোট পরিমান 12.63 (বার দশমিক ছয় তিন) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন এবং ১০. মহম্মদ কালাম আনসারি, পিতা আবদুল রসিদ আনসারি, সাং ফুলবরিয়া, পোঃ + থানা ধনৌতী, জেলা সিয়ান, বিহার। LR প্লট নং 4230 -এ Jhalda ADSR অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত 2026 সালের 742 নং দলিল মুলে 2.57 ডেঃ, 743 নং কোবালা দলিল মুলে 2.50 ডেঃ, 744 নং কোবালা দলিল মুলে 3 ডেঃ ও 746 নং কোবালা দলিল মুলে 2.50 ডেঃ, 4 টি দলিলে মোট পরিমান 10.57 (দশ দশমিক পাঁচ সাত) ডেসমিল জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে D.S.R. Purulia, A.D.S.R. Jhalda ও B. L. & L.R.O. Jhalda -I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa
Advocate, District Judges Court, Purulia,

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আমি **পাত্র মুদি**, পিতা- পাঁচু মুদি, সাকিম- গুণপালা, পোঃ- বাবনান, থানা-দাদপুর, জেলা-হুগলী, তপশীল উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত হইতেছি। আমার জেলা-হুগলী, থানা-দাদপুর এর সামিল ৬৫ নং জে.এল. ভুক্ত, গুণপালা মৌজার অন্তর্গত, হাল এল.আর. ১৫২৭ নং খতিয়ানে এল.আর- ১৮৫৫ নং দাগে শালি জমি -২৯ শতক সম্পত্তি আমি তফশীল উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ইচ্ছুক তফশীল উপজাতি ব্যক্তি ১৫ পনেরো দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির উপর কোন দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার, বা অন্য কোন আপত্তি থাকে তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ পনেরো দিনের মধ্যে আমার সহিত (ফোন নং- ৬২৯৭০৪৩৩৬৫) যোগাযোগ করবেন। ইতি:- **পাত্র মুদি**
ফোন নং - ৬২৯৭০৪৩৩৬৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে মূল দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর. জনাই-হুগলী অফিসে ২০১৬ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০৬০৮০৫৯৬৮/২০১৬, বুক নং-০১, ভল্যুম নং-০৬০৮/২০১৬, পাতা ১২৩৭৫৮-১২৩৭৭২, (যেখানে অনাথ নাথ কুমার ওরফে অনাথ কুমার বিক্রেতো ও সাহেব সাঁধুখা ক্রেতা), জমির পরিমান কম বেশি ০২ কাঠা, দলিলের জেলা হুগলী, সাবরেজিস্ট্রী অফিস জনাই, থানা-চন্ডিতলা, নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, মৌজা-চিক্রান্ত এর সামিল, জে.এল. নং-৮১, আর.এস. দাগ এবং এল.আর. দাগ নং-৮৫৫, যাহার আর.এস. খতিয়ান নং-১০৫৪ এবং এল.আর. খতিয়ান নং-২৭/১, যাহা আমার মক্কেল শ্রীমতী অনুরিমা চ্যাটার্জি, পিতা- বিপ্লব চ্যাটার্জি হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি.ডি.ই. ০৯.০৪.২০২৬ তারিখে চন্ডিতলা থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-৫৯৬ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং-৬৭, তারিখ-০৭.০৪.২০২৬) জমা করেছেন। যদি কোন ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিত দত্ত
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট
মোবাইল নং-৭০০৩৪৩১৭৬১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪,
maatara.adagency@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে খড়গপুরে কৌশলগত বৈঠক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের একটি হোটেলে ঘাটাল ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে পৃথক বৈঠক করেন তিনি। দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার বার্তা দেন অভিষেক। বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দেন, দলের পুরনো ও তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সম্মান জানিয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়েই ভোটযুদ্ধে নামতে হবে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। উপস্থিত ছিলেন দুই জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা ও অজিত মাইতি, সাংসদ দীপক অধিকারী, জুন মালিয়া ও মানস ভুঁইয়া সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের নির্বাচনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১৫টির মধ্যে ১৩টি আসনে জয় পেয়েছিল তৃণমূল। এবার ঘাটালের ৭টি ও মেদিনীপুরের ৮টি; মোট ১৫টি আসনই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈঠকের পর দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সারা বাংলায় লুঠের সাম্রাজ্য চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সারা বাংলায় লুঠের সাম্রাজ্য চলছে। বৃহস্পতিবার ভোট প্রচারে বেরিয়ে অভিযোগ করলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন বিকেলে অশোকনগর মোড় থেকে তিনি ভোট প্রচার শুরু করেন। বাবু কোয়ার্টার, সতীন সেন নগর, সোদলা ট্যাঙ্ক রোড, গারুলিয়া মেইন রোড ঘুরে তিনি পিনকল মোড়ে প্রচার শেষ করেন। প্রচারে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, সারা বাংলায় লুঠের সাম্রাজ্য চলছে। সারা বাংলায় গুন্ডাগিরি চলছে। তাঁর অভিযোগ, ২০১৯ সালে সন্ত্রাস করিয়েছিল মমতা ব্যানার্জির পুলিশ। বিকাশ বসুর স্মৃতি উসকে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী বলেন, ভোট আসলেই বিকাশ বসুর কথা মনে পড়ে। অথচ মমতা ব্যানার্জি কিছুই করতে পারেন না। সুতরাং ওনার তো পদত্যাগ করা উচিত। তিনি বলেন, বিকাশ বাবুর স্ত্রীকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর কটাক্ষ, বিকাশ বসুর ভাইকেও নোয়াপাড়ায় প্রার্থী করা হল না। পরিবর্তে একজনের হবু জামাইকে নোয়াপাড়ায় আনা হল।

ভোটের আগে শালিমারে বিপুল বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার, আটক নেপালি যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটের আবহে নজরদারি কড়াকড়ির মাঝেই হাওড়ার শালিমার স্টেশনে ধরা পড়ল সন্দেহজনক অর্থবহন। ট্রেন থেকে নামার পর আচরণে অসামঞ্জস্য ধরা পড়ায় রেল সুরক্ষা বাহিনীর নজরে আসেন নেপালের বাসিন্দা ইন্দ্র বাহাদুর কাটোয়াল (৪১)। জিজ্ঞাসাবাদের পর তল্লাশিতে মিলল ডলার, ইউরো, নেপালি ও ভারতীয় মুদ্রা; মোট মূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ টাকারও বেশি।

ধৃত প্রথমে নিজেকে ব্যবসার কাজে কলকাতাগামী বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ আর জামাকাপড় কিনতেই এসেছি। তবে বিপুল নগদের উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও নথি দেখাতে না পারায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এক আরপিএফ আধিকারিক জানান, তার বক্তব্যে ধারাবাহিকতা ছিল না, তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে শালিমার জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তদন্তে যোগ দিয়েছে আয়কর দপ্তর। গোয়েন্দাদের অনুমান, এর পেছনে বড় কোনও চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। আপাতত প্রশ্ন উঠছে; এই বিপুল অর্থ কি শুধুই কেনাবেচার অজুহাত, নাকি এর আড়ালে রয়েছে আরও জটিল কোনও অর্থনৈতিক লেনদেন!

শিবপুরের মানুষ কি এভাবেই নরককুণ্ডে থাকবে?

জলমগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ রুদ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটের প্রচারে বেরিয়ে শিবপুরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা দেখে মেজাজ হারালেন বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকার ঘরে ঘরে নর্দমার জল ঢুকে পড়ার ভয়াবহ ছবি দেখে সরাসরি শাসকদলের 'ব্যর্থতা' নিয়ে সরব হলেন তিনি।

হাঁটু সমান নোংরা জলে দাঁড়িয়েই রুদ্রনীল প্রশ্ন তোলেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দেখুন শিবপুরের অবস্থা! আমি এখন মাঝরাস্তায় নয়, মানুষের যন্ত্রণার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। নর্দমার জল মানুষের শোয়ার ঘরে ঢুকছে, আর আমাদের জনপ্রতিনিধিরা এসি ঘরে বসে আছেন। না দেখা মিলছে কাউন্সিলরের, না বিধায়ক বা সাংসদের। অর্ধেক দিন ধরে পাম্প চালিয়ে জল বের করতে হচ্ছে মানুষকে; এটাই কি উন্নয়নের নমুনা? এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভের কথা শুনে তিনি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। শিবপুরের এক গৃহবধূ চোখের জল মুছে বলেন, সারা বছর এই নোংরা জলে পচতে হয় আমাদের। শৌচালয় যাওয়ার উপায় নেই, খাওয়ার জলের লাইনও নর্দমার জলে মিশে যাচ্ছে। অন্য এক ক্ষুব্ধ বাসিন্দা জানান, নিয়মিত কর দিই, অথচ পরিষেবার নামে পাই শুধু ড্রেনের আবর্জনা।

বাসিন্দাদের এই দুর্দশাকে হাতিয়ার করে রুদ্রনীল ঘোষ নির্বাচনী প্রচারের সুর বেঁধে দিয়ে বলেন, বহু পুরনো এই শহরকে কার্যত নরক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে বর্তমান সরকার। নিকাশি ব্যবস্থা বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। এটা শুধু জল জমা নয়, এটা তো মহামারির আমন্ত্রণ! ড্রেন সাফ হয় না, রাস্তা সংস্কার হয় না। শিবপুরের সাধারণ মানুষের টাকা যায় কোথায়? নির্বাচনের মুখে শিবপুরের এই 'জলযন্ত্রণা' এখন বড় রাজনৈতিক ইস্যু। রুদ্রনীলের সাফ কথা, মানুষ এবার এর জবাব দেবে। পরিষেবা না দিয়ে ভোট চাওয়ার অধিকার এঁদের নেই। আমরা শিবপুরের জন্য স্থায়ী সমাধান চাই, ভাঁওতা নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, শিবপুরের নিকাশি বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে রুদ্রনীলের এই প্রচার শাসক শিবিরের অস্বস্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। এখন দেখার, ব্যালট বাক্সে শিবপুরের এই 'জল-ক্ষোভের' কী প্রতিফলন ঘটে।

১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিংয়ে নজরদারি, ভোটের গোপনীয়তা অটুট থাকবে: নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভয়মুক্ত ও বাধাহীন পরিবেশে স্বচ্ছ নির্বাচন করতে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বুথে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে।

এই ব্যবস্থার ফলে প্রতিটি বুথ সরাসরি কমিশনের নজরদারির আওতায় থাকবে এবং কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে এই ওয়েবকাস্টিং ঘিরে কিছু মহল ভোটের গোপনীয়তা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ কমিশনের। এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, ক্যামেরা কোনওভাবেই ভোটদানের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করবে না।

কমিশনের বক্তব্য, বুথে বসানো দুই বা কোথাও তিনটি ক্যামেরা শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন, তা কোনওভাবেই রেকর্ড বা প্রকাশ পাবে না। কমিশনের স্পষ্ট আশ্বাস, আপনার দেওয়া ভোট শুধুমাত্র আপনিই জানবেন।

পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে নিরাপত্তায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় লোকো পাইলট সন্দীপ তিওয়ারি ও সহকারী শুভম গোরাইকে সংবর্ধনা জানালেন জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর।

ভবানীপুর কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।
ছবি- অদিতি সাহা

ঝড়ের পর ভাঙল ট্র্যাফিক সিগন্যাল, নবান্নের কাছে যান চলাচলে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কায় নবান্ন সংলগ্ন রাস্তায় ভেঙে পড়ল সঙ্কেতস্তম্ভ। নবান্ন থেকে শালিমার স্টেশনের দিকে যাওয়ার উড়ালপথেই এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ঝড়ের জেরেই সিগন্যাল ভেঙে পড়েছে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যান কর্তব্যরত কর্মীরা। তবে দুপুর গড়ালেও ভাঙা অবস্থাতেই পড়ে থাকতে দেখা যায় সেটি। এক ট্র্যাফিককর্মীর কথায়, এই রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে, বিকল্প পথে ঘোরানো হচ্ছে। ঘটনায় সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় যান চলাচল, ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

নন্দীগ্রামে প্রার্থীকে ঘিরে বিতর্ক, অভিযোগের পরেই নড়ল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নন্দীগ্রামের ভোটমঞ্চে নতুন বিতর্কের স্ফুলিঙ্গ। তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে ঘিরে অভিযোগ উঠতেই সক্রিয় হল নির্বাচন কমিশন। বিরোধী শিবিরের প্রশ্নের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমি আপত্তি তুলিনি, কারণ ভোটে হারাব। কিন্তু প্রশ্ন রইল; এক ব্যক্তি কী ভাবে একই সঙ্গে দু'টি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন? তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েতের পদে বহাল থেকেও বিধানসভায় অন্য দলের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন পবিত্র। ঘটনার কেন্দ্রে থাকা পবিত্র কর অবশ্য প্রতিক্রিয়ায় জানান, পুরো বিষয়টি আমার জানা নেই, তবে আইন মেনেই পদক্ষেপ করব। রাজনৈতিক শিবিরে এই মন্তব্যে জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, দলবদলের পর নির্বাচনে অংশ নিতে হলে আগের পদ ছাড়ার বিধান রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। নন্দীগ্রামের এই টানাপোড়েন এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ এপ্রিল ২০২৬, ২৬ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার

পরিবর্তনের সুরে শুভেন্দু

■ রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, পনেরো বছরে রাজ্যকে পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থানহীনতা থেকে শিল্পপতিদের সরে যাওয়া;সবই তাঁর অভিযোগের কেন্দ্রে। বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, চল্লিশ লক্ষের বেশি যুবক-যুবতী ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে অনিয়মের জেরে বহু নিয়োগ বাতিল হওয়াকে তিনি 'ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা' বলে উল্লেখ করেন। শুধু অর্থনীতি নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও সংকটের ছবি তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, হাজার হাজার বিদ্যালয় বন্ধ, হাসপাতালের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চা-বাগানের দুরবস্থাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। নারী নিরাপত্তা ও সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়েও সরব হয়ে তিনি বলেন, অপরাধ বাড়ছে, অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ প্রশাসন। সব শেষে তাঁর সোজাসাপ্টা বার্তা, এই অবস্থার অবসান চাইছে মানুষ।

সপ্তাহান্তে বাড়বে গরম!

■ এপ্রিলের শুরুতেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় নাজেহাল বাংলা। বৃহস্পতিবার দিনভর ছিল মেঘলা আকাশ। এক আধিকারিকের কথায়, জলীয় বাষ্পের আধিক্য ও নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যজুড়ে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে প্রায় ৩০ ডিগ্রির আশেপাশে, যা স্বাভাবিকের নিচেই। তবে এই স্বস্তি বেশিদিন স্থায়ী নয়। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আজকের পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাবে, ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় ইতিমধ্যেই শিলাবৃষ্টি ও ভারী বর্ষণ হয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে সমতলেও। শহর কলকাতায় রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দেখা মিলেছে, দিনের আকাশও মেঘলা। তবে আবহবিদদের সতর্কবার্তা স্পষ্ট; এই সাময়িক স্বস্তির পরই ফিরবে চেনা গরম। বৈশাখের শুরুতেই খরতাপের ইঙ্গিত মিলছে, যা ভোটের প্রচার-পর্বেও প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রচারে তৃণমূলের তারকা ঝলক

■ আসন্ন বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় পর্বকে ঘিরে প্রচারের কৌশলে নতুন মাত্রা যোগ করল তৃণমূল কংগ্রেস । দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ৪০ জন 'স্টার ক্যাম্পেনার'-এর তালিকায় রাজনীতি, বিনোদন ও ক্রীড়া; তিন জগতেরই চেনা মুখের মেলবন্ধন। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, তাঁর পরেই অভিষেক ব্যানার্জি। দলীয় শিবিরের এক নেতা বললেন, এই তালিকা শুধুই নাম নয়, এটা আমাদের প্রচারের শক্তি। রাজ্যের মন্ত্রী থেকে সাংসদ; অনেক পরিচিত রাজনৈতিক মুখের পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন অভিনেতা দেব (অভিনেতা), কোয়েল মল্লিক ও নুসরাত জাহান। এক সংগঠকের কথায়, মানুষের সঙ্গে আবেগের সংযোগ গড়তেই এই মিশ্রণ। উল্লেখযোগ্যভাবে তালিকায় রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল-ও, যা রাজনৈতিক মহলে আলাদা বার্তা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার প্রচারে তৃণমূলের লক্ষ্য স্পষ্ট; রাজনীতি আর জনপ্রিয়তার যুগলবন্দিতে ভোটের লড়াইকে আরও তীব্র করা।

অভয়া খুনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়কে ফের জেরা করার অনুমতি পেল সিবিআই

ঘটনার প্রকৃতি দেখে মনে হয়, একার পক্ষে এমন কাজ করা কঠিন: আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করের বহুল আলোচিত খুন ও ধর্ষণ মামলায় নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি প্রয়োজনে অন্যদেরও প্রশ্ন করার ছাড়পত্র পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিচারপতির মন্তব্য, এই ব্যক্তি অনেক কিছু জানেন, জিজ্ঞাসাবাদে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। পাশাপাশি আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত; ঘটনার প্রকৃতি দেখে মনে হয়, একার পক্ষে এমন কাজ করা কঠিন। এই মন্তব্যেই যেন নতুন করে জোর পেল বহুদিনের সন্দেহ। শুরু থেকেই নির্যাতিতার পরিবার দাবি করে আসছিল, ঘটনার নেপথ্যে একাধিক ব্যক্তির যোগ থাকতে পারে। তাঁদের আইনজীবীর বক্তব্য, আমরা যে তথ্য

পেয়েছি, তাতে একাধিক মানুষের সংশ্লিষ্টতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘটনাটি ঘিরে জনমনে ক্ষোভ এখনও প্রশমিত হয়নি। চিকিৎসক ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা ফের সামনে এল আদালতের পর্যবেক্ষণে। আদালত জানায়, ওই মামলার তদন্তে গোয়েন্দারা চাইলে নতুন করে যে কোনও সন্দেহভাজনকে জেরা করতে পারবেন। প্রয়োজনে বর্তমানে সাজাপ্রাপ্ত আসামীকেও ফের জিজ্ঞাসাবাদ করার পথ খুলে দিল আদালত। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, দু'বছর আগে ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনা কেঁপে উঠেছিল গোটা দেশ। হয়েছিল দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও রাতদখলের লড়াই। ঘটনার পরদিনই পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে। চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা দিলেও, তদন্তের গভীরতা নিয়ে গোড়া থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা।

ভোটের আগে কড়াকড়ি লালবাজারে, অভিযোগ পেলেই এফআইআর বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট যত এগোচ্ছে, ততই আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর হচ্ছে প্রশাসন। নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে এবার স্পষ্ট বার্তা দিল লালবাজার; অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর নথিভুক্ত করতে হবে, নইলে শাস্তি অনিবার্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতগ্রাহ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আর কোনও দেরি বরদাস্ত করা হবে না। এক শীর্ষকর্তার কথায়, অভিযোগ ফেলে রাখা যাবে না। সেদিনই এফআইআর করতে হবে, না হলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকী প্রয়োজন হলে সাসপেনশনও হতে পারে বলেই জানানো হয়েছে।

শুধু নথিভুক্তিকরণ নয়, ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছনোর ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও গোলমালের খবর

পেলেই ৩০ মিনিটের মধ্যে পুলিশকে উপস্থিত থাকতে হবে। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় কুমার নন্দ ভার্চুয়াল বৈঠকে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সতর্ক করে বলেন, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। কমিশনের তরফে অভিযোগ উঠেছিল, একাধিক ক্ষেত্রে অভিযোগ জমা পড়লেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি অনুমতি ছাড়াই মিছিল-সভা করার প্রবণতাও বেড়েছে। এই প্রেক্ষিতেই কঠোর অবস্থান প্রশাসনের। এরপরই নড়েচড়ে বসেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তারা। সোমবার রাতে অতিরিক্ত নগরপাল (এক) দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংয়ের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার দিনই এফআইআর না-করলে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সাসপেন্ড করা হবে। এমনকী, কোনও থানার ওসি যদি এই বিষয়ে গাফিলতি করেন, তাঁর বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। থানার ওসি-রা ইতিমধ্যেই অধস্তন অফিসারদের এই নির্দেশ কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। লালবাজারের এই নির্দেশ স্পষ্ট করে দিচ্ছে; ভোটের ময়দানে কোনও গাফিলতি নয়, বরং দ্রুত পদক্ষেপই এখন প্রধান অস্ত্র।

ভোটের আগে ভিডিও-ঝড়, তৃণমূলের নিশানায় বিজেপি-হুমায়ুন যোগ

পালটা আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে নতুন বিতর্কে তপ্ত রাজনীতি। তৃণমূল কংগ্রেস এক ভিডিও প্রকাশ করে অভিযোগ তুলল, তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টি গোপনে হাত মিলিয়েছে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে। লক্ষ্য একটাই; মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতা থেকে সরানো। দলীয় সূত্রে দাবি, এই চুক্তির অঙ্ক হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। ভোটের ফল প্রভাবিত করতেই এই চক্রান্ত। যদিও প্রকাশিত ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন ঘটিয়ে নির্বাচনী ফল ঘোরানোর পরিকল্পনা স্পষ্ট। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই হুমায়ুন কার্যত বিজেপির 'বি-টিম' হিসেবে কাজ করছেন। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক

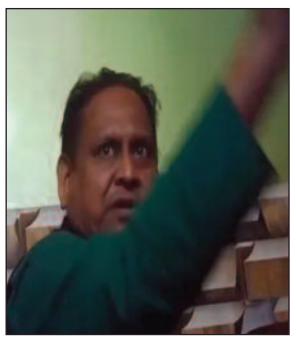

মহলের একাংশের মত, ভোটের ঠিক আগে এমন বিস্ফোরক দাবি নিছক কৌশলও হতে পারে, আবার বাস্তবের প্রতিফলনও। যদিও হুমায়ুনের দাবি, ওটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম প্রযুক্তিতে তৈরি। আমাকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতেই এই চক্রান্ত। তাঁর কথায়, বিরোধীদের মোকাবিলা করতে না পেরে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের নির্বাচনী আবহে নতুন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন হুমায়ুন কবীর। একটি ভিডিও প্রকাশ করে গুরুতর আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তুলেছে শাসক শিবির। তবে সমস্ত অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে পাল্টা আক্রমণে তিনি। আরও তীব্র সুরে তিনি বলেন, যদি প্রমাণ করতে পারে, আমি মেনে নেব। না পারলে যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব। কুণাল ঘোষ, মমতা, ববি হাকিম, অভিষেকের নাম উল্লেখ করে তিনি স্পষ্ট জানান, মিথ্যা অপবাদ দিলে তার জবাব আদালতেই দেওয়া হবে। এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর তুঙ্গে। ভোটের আগে এই ধরনের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে উত্তেজনা আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ঘিরে চাপে দপ্তর, সরব শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ আবার মাথাচাড়া দিল। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষিকার বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে নীরব অবস্থানে রয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর; এই অভিযোগ তুলে সরব হলেন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বুধবার তাঁরা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে দাবিপত্র জমা দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বহু বছর ধরে প্রাপ্য অর্থ না পেয়ে আমরা বঞ্চিত। অবিলম্বে পদক্ষেপ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হব। সংগঠনের বক্তব্য, ২০০৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ভাতা এবং সাম্প্রতিক ঘোষিত অতিরিক্ত অংশ দ্রুত মেটানো প্রয়োজন। অন্যদিকে, শিক্ষকদের একাংশের কথায়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যখন হিসেব চাওয়া হয়েছে, তখন স্কুলশিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই উদাসীনতা কেন? এই প্রশ্নেই এখন তীব্র হচ্ছে চাপ। শুধু দাবি পেশ করেই থেমে থাকেননি শিক্ষকরা। চাকরির দাবিতে সপ্তাহান্তে অবস্থান কর্মসূচির প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। আদালতের অনুমতির অপেক্ষায় সেই কর্মসূচি নতুন মাত্রা পেতে পারে বলে ইঙ্গিত। সব মিলিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে এই আর্থিক ইস্যু প্রশাসনের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। এখন নজর, দপ্তর আদৌ নড়েচড়ে বসে কি না।

সুদীপ্তর জামিনে রাজনৈতিক ঝড়, তীব্র আক্রমণে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সারদা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেনের জামিন ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। বিরোধী শিবির সরাসরি নিশানা করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তুলল একাধিক প্রশ্ন। কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিচার বিলম্বিত হলে তা বিচার না পাওয়ারই সমান। এত বছর পরেও প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা গেল না। তাঁর অভিযোগ, প্রতারিত মানুষের ন্যায্য পাওনা এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে। যাঁরা সর্বস্ব হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে সরকার নীরব, বলেন তিনি। একই সুর শোনা গিয়েছে বাম শিবিরেও। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, জামিন হয়েছে যখন, এবার পাশে বসিয়ে ছবি তোলা হোক। তাঁর বক্তব্য, এই ঘটনায় রাজনৈতিক দায় এড়ানো যাবে না। বিরোধীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনেও মামলার সুরাহা হয়নি, উল্টে নানা প্রশ্নের উত্তর অধরাই। মান্নানের কথায়, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের কী হবে? ক্ষতিপূরণের কী ব্যবস্থা হয়েছে? অন্যদিকে শাসকদলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার গতি নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। ভোটের প্রাক্কালে এই জামিন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা যে আরও তীব্র হবে, তা স্পষ্ট। তবে এই বিতর্কের মাঝেই সাধারণ মানুষের প্রশ্ন; প্রতারণার শিকারদের ন্যায়বিচার আদৌ মিলবে কবে?

টালিগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

ভয়কে জয় করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, বললেন অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। মনোনয়ন জমা দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভয়ার মা রত্না দেবনাথ বলেন, ভয়কে জয় করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, বুধবার পানিহাটি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইলিয়াস রোডে প্রচারে তাঁকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে। এপ্রসঙ্গে রত্না দেবনাথ

বলেন, ওরা আমাকে ভয় পেয়েছে। তাই আমাকে আটকানোর চেষ্টা করছে। যদিও আমি জয়ের ব্যাপারে দু'শো শতাংশ নিশ্চিত। তাঁর দাবি, এবার সারা বাংলায় পদ্ম ফুটবে। বাংলায় রামরাজত্ব তৈরি হবে। তাঁর কথায়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলায় নারী নিরাপত্তা মিলবে। তাছাড়া ছোটদের মিলবে শিক্ষা। এদিন পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, তিনি মেয়ের ন্যায় বিচার নিয়েই ছাড়বেন। তাঁর দাবি, অভয়ার ঘটনার পর বাংলায় আরও দু'শো-টি ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় থ্রেট কালচার চালান মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনা ঘটলে তিনি নির্যাতিতার পরিবারকে কিছু টাকা ধরিয়ে দেন। আর যারা অন্যায় করেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের মাথায় হাত দেন। কারন, ভোট ব্যাংকের জন্য তাঁদের দরকার হয়। অপরদিকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, অন্যায়ের শাসন সমাপ্ত করতে তৃণমূলকে মোক্ষম জবাব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, একজন মা যিনি তাঁর মেয়েকে হারিয়েছেন। সেই মা গণতন্ত্র রক্ষায় একজন যোদ্ধা হিসেবে ময়দানে নেমেছেন। কিন্তু তৃণমূলের গুন্ডারা তাঁকে অপমান করছেন। তাঁর দাবি, গুন্ডারাজ শেষ করার জন্য সেই মা সংকল্প নিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরকে সামনে রেখে মনোনয়ন, বার্তা রাকেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে আলাদা নজর কাড়লেন রাকেশ সিং। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা, আর কোলে সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি; এই প্রতীকী উপস্থিতিতেই যেন বার্তা স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। সম্প্রতি কারামুক্তির পরই প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে তাঁর। সেই প্রেক্ষাপটে পুরনো বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে রাকেশ বলেন, মূর্তি ভাঙার সময় আমি শহরে ছিলাম না, তবুও আমাকে জেলে যেতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে তিনি আরও বলেন, বিদ্যাসাগর বাঙালির আত্মসম্মানের প্রতীক। বিদ্যাসাগর বাঙালির গর্ব এবং সংস্কৃতির প্রতীক, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এদিন মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায় এবং রাজনৈতিক উত্তাপও চোখে পড়ে। স্লোগান আর আবেগ মিলিয়ে স্পষ্ট, ভোটের আগে বন্দর কেন্দ্রে লড়াই ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে।

আজ রাজ্যে অমিত শাহের সভা, প্রচারে বাড়ছে ভোটের উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য রাজনীতির ময়দানে নতুন করে তাপমাত্রা বাড়াতে নামছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ থেকেই তাঁর একাধিক জনসভা ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে দলীয় শিবির। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা এবং খড়গপুর সদরে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, এই সফর কেবল প্রচার নয়; সংগঠনকে শেষ মুহূর্তে চাঙ্গা করার কৌশলও বটে। এক নেতা স্পষ্ট বললেন, শাহের সভা মানেই কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা। ভোটের আগে এটাই সবচেয়ে বড় শক্তি। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের কটাক্ষ, বাইরের নেতাদের ভরসাতেই লড়াই করতে হচ্ছে। যদিও পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি গেরুয়া শিবির। তাদের দাবি, তজনতার সাড়া প্রমাণ করছে, পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।দ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শাহের ধারাবাহিক সভা রাজ্যের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ভোটের সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত সংগঠনভিত্তিক প্রচারে তাঁর দক্ষতা বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে শাহের ময়দানে নামা শুধু কর্মসূচি নয়;এ যেন শেষ মুহূর্তের চাপ বাড়ানোর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

ভোটার তালিকার ঝড়ে টালমাটাল ১৯২, অঙ্কের ভিত কি নড়বড়ে?

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটের মুখে প্রশাসনিক 'সংশোধন', কাগজে কলমে যার ব্যাখ্যা যতই নিরপেক্ষ হোক, বাস্তব রাজনীতিতে তার অভিঘাত যে গভীর, তা এখন ক্রমশ স্পষ্ট। রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার পর প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ পড়ার ঘটনায় নতুন করে চাপে পড়েছে নির্বাচনী সমীকরণ, বিশেষ করে সেই সব আসনে যেখানে ব্যবধান ছিল অল্প।

গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে যে ১৯২টি বিধানসভা কেন্দ্রে শাসকদল এগিয়ে ছিল, সেই সংখ্যাটাই এখন প্রশ্নের মুখে। কারণ, বহু ক্ষেত্রে জয়ের ব্যবধান যেখানে পাঁচ থেকে কুড়ি হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা পৌঁছে যাচ্ছে তার কয়েক গুণে। ফলে তথাকথিত 'নিরাপদ' কেন্দ্রও এখন অনিশ্চয়তার অঞ্চলে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদা এই চার জেলায় ছাঁটাইয়ের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অঞ্চলগুলিই এতদিন শাসক শিবিরের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। তাই এখানকার পরিবর্তন সরাসরি ভোটের ফলাফলে প্রতিফলিত হতে পারে।

এক সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দার ক্ষোভ, সব কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম নেই! তাহলে আমাদের নাগরিক পরিচয় কি এতটাই অনিশ্চিত? এই প্রশ্নই এখন ছড়িয়ে পড়ছে জনমানসে।

শাসকদলের এক নেতার অভিযোগ আরও সরাসরি যেখানে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী, সেখানেই বেশি করে নাম বাদ গেছে। এটা নিছক কাকতালীয় বলে মনে হয় না। অন্যদিকে বিরোধীদের বক্তব্য, ভোটার তালিকা পরিষ্কার করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। মাঠের বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য কথা বলছে। দক্ষিণ ২৪

পরগনার এক কর্মীর আক্ষেপ, যে কেন্দ্রগুলোকে আমরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম, সেখানেই যদি হাজারে হাজারে ভোটার কমে যায়, তাহলে লড়াইয়ের ভিত্তিটাই নড়ে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়া শুধুই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়; এটি নির্বাচনী ফলাফলের গতিপথ বদলে দিতে পারে। বিশেষত কম ব্যবধানের আসনগুলো এখন কার্যত 'সুইং জোন'-এ পরিণত হয়েছে, যেখানে সামান্য পরিবর্তনেই ফল ঘুরে যেতে পারে। এক প্রবীণ ভোটারের প্রশ্নে ধরা পড়ছে সাধারণ মানুষের সংশয় এটা কি শুধুই নিয়ম মেনে করা কাজ, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও অঙ্ক আছে? সব মিলিয়ে, ভোটার তালিকার এই ব্যাপক পুনর্গঠন বাংলার নির্বাচনী লড়াইকে নতুন অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড় করিয়েছে। সংখ্যার অঙ্ক এখন আর নিছক পরিসংখ্যান নয়; এটাই হয়ে উঠছে ২০২৬-এর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি।

EKDIN 10.04.2026 PAGE 4_Layout 1 4/9/2026 9:54 PM Page 1

সম্পাদকীয়

দলবাজির গেরোয় আটকে গিয়েই সর্বনাশ হচ্ছে টলিউডের

দলবাজিটা সিপিএম আমলেও ছিল। কিন্তু থাকলেও তার মধ্যে একটা মাত্রা ছিল। কিছু কিছু জায়গা তখনও দলবাজির বাইরে ছিল। হাজার চেষ্টা করেও বামেরা সেই পরিসরটা দখল করতে পারেনি। কেউ কেউ বলেন, চায়নি। হতেও পারে। সেই রকমই একটা জায়গা ছিল টলিউড। যেখানে বামপন্থীরা থাকলেও তাঁরা কিন্তু নিজেদের ইন্ডাস্ট্রির কথা মাথায় রেখে সেখানে দলবাজিকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। কাজ করার ক্ষেত্রে কে কোন দলের সমর্থক বা কে কোন নেতার লেজুড় এসব দেখা হত না। কাজের জগতের বাইরে যে যার মতো চলতো। কিন্তু ছবিটা বদলে গেল এগারো সাল থেকে। মা, মাটি, মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হল সর্বত্র দলবাজি। বাদ গেল না টলিউডও। এখন এই দলবাজির গেরোয় পুরোপুরি আটকে গিয়েছে টলিউড। পরিণতি কী হয়েছে, রাজ্যের শাসক দলের ইশারা ছাড়া এখন স্টুডিয়ো পাড়ার একটা পাতাও নড়ে না। শাসকের অনুগত না হলে মিলবে না কাজ। তাই শাসকের মঞ্চে ওঠার জন্য শিল্পী, কলাকুশলীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কে, কত কাছের! আর শাসকের হাত মাথায় থাকলেই যা ইচ্ছা করেও পার পেয়ে যাবেন যে কেউ। এটাই এখন টলিপাড়ার হালফিলের ছবি। রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর যে সব নমুনা উঠে আসছে, তাতেই আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দলবাজির রোগটা কত গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। নিয়ম, কানুনের বালাই নেই। আনুগত্যই এখানে শেষ কথা বলছে। নিয়ম৷ কানুন বাকিদোর জন্য। এর থেকে টলিউডকে বের করে আনাটাই এখন চ্যালেঞ্জ। সেটা কী সম্ভব? গত ২৯ মার্চ তালসারিতে ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যান অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা? এই দায়ই বা কে নেবে? চোরাবালির সমুদ্র সৈকতে শুটিং করার অনুমতি কি আদৌ ছিল? কেনই বা রাহুলের মৃত্যুতে গোড়া থেকে ইউনিটের সদস্যদের বয়ানে অসঙ্গতি? কেন ঘটনার পর রাহুলের ঘাড়েই দায় চাপানোর খেলা শুরু হল? পিছনে কাদের পাকা মাথা? এহেন অজস্র প্রশ্ন জনমানসে ঘুরপাক খেলেও নীরব ছিল প্রযোজনা সংস্থা। শোনা যায় যার কর্ণধার নাকি প্রভাবশালী? শাসকের ঘনিষ্ঠ। চাপের মুখে এখন তাঁদের বয়কটের কথা হচ্ছে? কেন শুধু বয়কট, ফৌজদারি পদক্ষেপ নয় কেন?

শব্দছক ১২৬

রবি দাস

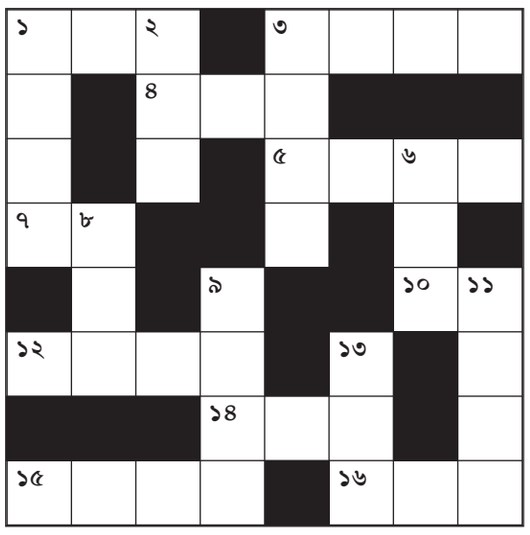

পাশাপাশি: ১. মুখমন্ডল ৩. বর্জনকারী ৪. ব্যবসায় ৫. যজমান ৭. শ্রীকৃষ্ণের বাণী সম্বলিত ধর্মপুস্তক ১০. নৌকা ১২. বৃক্ষপ্রস্তুত নেশাপানীয় ১৪. শিব ১৫. মহানুভব ১৬. গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত

ওপর-নিচ: ১. রগচটা, একটুতে রেগে যান ২. নতুন ধানের পার্বন ৩. যে পুত্রকে পিতা ত্যাগ দিয়েছেন ৬. সাহস ৮. অনুশীলন ৯. যে চাল সুগন্ধিযুক্ত ১১. রীতি-নীতি অনুযায়ী ১৩. রেশম গুটিপোকা থেকে উৎপন্ন বস্তু

সমাধান ১২৫ — পাশাপাশি: ১. বিচারক ৪. সরব ৬. কলু ৭. রেসন ৯. দলুজদলনি ১১. তবিল ১৪. দানব ১৬. ভজনবিলাসী ১৯. মাতাল ২০. পাত ২১. কাগজ ২২. সান্ধ্যকাল

ওপর-নিচ: ১. বিকশিত ২. চালু ৩. করেনু ৪. সনদ ৫. বনানী ৮. সজল ৯. দল ১০. লম্ফন ১২. বিরাজ ১৩. কবিতা ১৪. দাসী ১৫. বক্রতল ১৩. ভর্তৃকা ১৭. নমাজ ১৮. লালসা ২০. পাকা

আজকের দিন

- ১৯১৯ — মেক্সিকান বিপ্লবের নেতা এমিলিয়ানো জাপাতা অতর্কিত হামলায় নিহত হন।
- ১৯৭০ — পল ম্যাককার্টনি দ্য বিটলস ভেঙে যাওয়ার ঘোষণা দেন।
- ১৯৯৮ — গুড ফ্রাইডে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি নিয়ে আসে

জন্মদিন

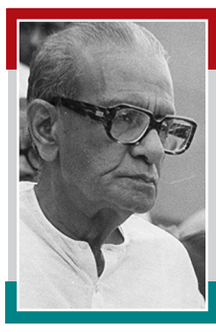

১৮৯৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মণিশঙ্কর আয়ারের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নারায়ণ রানের জন্মদিন।*

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

তেহরানে ‘কালো বৃষ্টি’
স্বাস্থ্যের ওপর কতটা প্রভাব পড়ছে?

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর তেলের ডিপোগুলোতে অগ্নিকাণ্ড থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া ইরানের রাজধানী তেহরান শহরকে ঢেকে ফেলেছে।ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তেলের ডিপো ও শোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর, মার্চের ১ম সপ্তাহের শেষে তেহরানকে ঢেকে ফেলেছে ঘন বিষাক্ত ধোঁয়া এবং কালো অ্যাসিড বৃষ্টি। গবেষকরা সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, এই দূষণে সম্ভবত এমন সব রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা মানুষ এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই ‘কালো বৃষ্টি’ আসলে কী, কীভাবে এর সৃষ্টি হয় এবং এটি দূষণমুক্ত হতে কত সময় লাগবে?

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে। ইরানও ইসরায়েলের ওপর পাল্টা হামলা চালায়; পাশাপাশি তারা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, কাতার এবং কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও দূতাবাসগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এই পর্যন্ত ১,৭০০ বা এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

একটি জ্বলন্ত তেল ডিপো থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া তেহরানের আকাশসীমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ছবি হাসান গায়েদি/আনাদোলু (গেটি-র মাধ্যমে)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডমিয়ার গত ১৭ মার্চ সাংবাদিকদের জানান যে, ইরানের তেল কেন্দ্রগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বাতাসে বিষাক্ত হাইড্রোকার্বন, সালফার অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন যৌগ নির্গত হয়েছে। লিন্ডমিয়ার আরও বলেন, এই দূষিত পদার্থ গুলোর সাথে মিশে যাওয়া বৃষ্টির জলের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যেসব দূষিত পদার্থ তৈরি হয় তা ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তিনি জানান এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং এই কারণেই ইরানের কর্তৃপক্ষ জনগণকে যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী ফারজানা কস্তুরি জানান, ‘কালো বৃষ্টি’ হলো একটি সাধারণ পরিভাষা, যা এমন বৃষ্টিকে বোঝায় যার মধ্যে বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকা বিভিন্ন দূষিত পদার্থ থাকে। এই ধরনের বৃষ্টির পেছনে প্রায়শই দাবানলের ধোঁয়া কিংবা অপরিশোধিত তেল শোধনের উপজাত হিসেবে পাওয়া ‘ভারী জ্বালানি’ (heavy fuel) পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া দায়ী। ইরানের ক্ষেত্রে এই কালো বৃষ্টির মধ্যে সম্ভবত ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডের সময় এই ভারী জ্বালানি পোড়ানোর ফলে নির্গত দূষিত পদার্থগুলো মিশে আছে। তিনি আরও জানান এই দূষনগুলোর মধ্যে অ্যাসিটোন, টলুইন এবং ক্যানসার সৃষ্টিকারী বেনজিন ও মিথিলিন ক্লোরাইডের মতো রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নবিদ গ্যাব্রিয়েল দা সিলভা বলেন, ‘কালো বৃষ্টির উপস্থিতি বোঝায় যে পারিপার্শ্বিক বাতাসে দূষণের মাত্রা অত্যন্ত ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে।’

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি সিডনির শ্বাসতন্ত্র ও দূষণ বিষয়ক গবেষক ব্রায়ান অলিভার জানান, ইরান থেকে প্রাপ্ত ভিডিও ফুটেজগুলোতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টির জল আক্ষরিক অর্থেই কালো;আর এই ঘটনার মূল কারণ হলো বোমা হামলার ফলে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড থেকে নির্গত কালি এবং অন্যান্য কার্বন কণা বৃষ্টির জলের সাথে মিশে যাওয়া। এছাড়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ীগুলোর নির্মাণ সামগ্রী;যেমন অ্যাসবেস্টস এবং সিলিকার মতো দূষক পদার্থও এই বৃষ্টির জলের সাথে মিশে থাকতে পারে।

তেহরান শহরটি আলবোর্জ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। দা সিলভা জানান, এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি শীতল বাতাসের স্তরের ঠিক উপরেই উষ্ণ বাতাসের একটি স্তর অবস্থান করে। তাই এখানে দূষিত বাতাসকে আটকে ফেলে এবং সেটিকে ট্রপোস্ফিয়ারে (পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ভেতরের স্তর) মিশে যেতে বাধা দেয়।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে দূষণকারী পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই ঘনীভূত হয়ে থাকে। ফলে, যখন বৃষ্টি হয়, তখন সেই বৃষ্টির জলেও এই দূষণকারী পদার্থগুলো মিশে থাকে।

বিজ্ঞানীরা জানান অগ্নিকাণ্ড থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। যাদের আগে থেকেই শ্বাসযন্ত্র বা রক্ত সঞ্চালনজনিত সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি এমনকি হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকেরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারা আরও জানান যে শিশু ও অল্পবয়সী বাচ্চারা এই বিষাক্ত ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি ধোঁয়া এবং বৃষ্টির জলে মিশে থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলো মানুষের চোখের ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারে।

আরও একটি সমস্যা হলো অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট তীব্র তাপের কারণে ২.৫ মাইক্রোমিটারের চেয়েও কম ব্যাসবিশিষ্ট অতিসূক্ষ্ম কণা তৈরি হয়, যা ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে। এই কণাগুলি নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও জানান যদি দূষিত বৃষ্টির জলে বেনজিন বা ন্যাপথালিনের মতো রাসায়নিক পদার্থ মিশে থাকে, তবে তা ত্বকে জ্বালাপোড়া হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দূষিত পদার্থগুলো কীভাবে দুর করা সম্ভব? সাধারণত দুটি পদ্ধতির যেকোনো একটির মাধ্যমে দূষণকারী পদার্থগুলো দুর করা যেতে পারে। যদি নতুন করে আর কোনো অগ্নিকাণ্ড না ঘটে, তবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাতাসের সাথে মিশে গিয়ে দূষণকারী পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোর ঘনত্ব কমে যেতে পারে। তবে তেহরানের ভৌগোলিক গঠনের জন্য এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে।

বিকল্প হিসেবে বলা যায়, যদি এমন কোনো অগ্নিকাণ্ড না ঘটে যা নতুন করে দূষণ ছড়াচ্ছে, তবে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে দূষণকারী পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এর ফলে অন্য ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তা হলো মাটিতে জমে থাকা দূষণকারী পদার্থগুলো বৃষ্টির জলের তোড়ে ধুয়ে গিয়ে জলাশয়গুলোতে মিশতে পারে অথবা মাটিকে দূষিত করে ফেলার সম্ভবনা থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে তেল শোধনাগারগুলো থেকে নির্গত অনেক যৌগই দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশে টিকে থাকে এবং জলজ প্রাণিজগতের ওপর বিষাক্ত প্রভাব ফেলতে পারে। মানুষ যদি দূষিত জল পান করে কিংবা দূষিত মাটিতে উৎপাদিত ফসল খায় তবে তারা ক্রমাগত এসব যৌগের সংস্পর্শে আসতে পারে। তার পরিনতি খুব সাঙ্ঘাতিক হতে পারে।

কোন রাহুর হুলে মৃত্যু রাহুলের, জানতে চাইছে শিল্পী সমাজ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ, এক সপ্তাহ হয়ে গেল অর্থাৎ গত ২৯-০৩ ২০২৬, রবিবার বাংলা সিলেবাস জনপ্রিয় অভিনেতা নায়ক রাহুল অরুণোদয়ের বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। আমি আগেও বলেছি বাংলা সিনেমায় লাঠিচার্জ, বাংলা সিনেমায় মাত্রাধিক মাইলেজ,বাংলা সিনেমার অর্থ বা মানে খুঁজে পাওয়া গেছিল সেই সিনেমায় সেই ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার নায়ক রাহুল। না,আর আমাদের মধ্যে নেই। যার আগমন এক আবিষ্কার। সুতরাং এটা বলতে কোন অসুবিধা নেই যে সব মৃত্যুর সমান ওজন হলেও রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যময় মৃত্যু খুব স্বাভাবিক। বা তার চর্চা অনভিপ্রেত। বরং উল্টতায়। কারন, সে চর্চার গুরুত্ব বা মর্যাদা অর্জন করেছে।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে যে ‘ভোলে বাবা পার করে গা’ ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে তালসারি সমুদ্রে শুটিংয়ে তিনি তলিয়ে যান। টেকনিশিয়ানরা তাকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিক অনুমানে জানা যায় জলে ডুবেই তার মৃত্যু হয়। বয়স ৪২/৪৩ হবে টবে। পুলিশের তদন্ত চলছে। জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী তালসারী -উদয়পুর সমুদ্র সৈকতে ‘ভোলে বাবা পার করে গা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলছিল। শুটিং শেষ। প্যাক আপের পর সমুদ্রে তলিয়ে যান রাহুল। তারপর দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ। এরপর দেহ উদ্ধার হয়। দীঘার হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশের তরফে ডি এসপি জানিয়েছেন--- পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

লিনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থার এই ‘ভোলে বাবা পার করে গা’ শুটিং চলছিল তাল সারিতে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই প্রযোজনা সংস্থার কাছে মৃত্যুর যথাযথ কারন জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত বা যথার্থ মৃত্যুর কারণ মনে না হওয়ায় ফেডারেশন শুক্রবার তাদের নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন। এরপরই যথার্থ, সুস্থ, নিরপেক্ষ কারণ জানার অভিপ্রায়ে রিজেন্ট পার্ক থানায় লিনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা অর্থাৎ ম্যাজিক মোমেন্ট সংস্থার বিরুদ্ধে একটি এফআই আর দায়ের করা হয় শনিবারে। অনেক রকম প্রশ্ন আসছে এই রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে। মৃত্যুর পর থেকেই মৃত্যুর কারণে নানা তথ্যগত অসঙ্গতি চোখে পড়ছে। কারো সঙ্গে কারো তথ্যের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুটিং চলছিল না প্যাক আপ হয়েছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। সুতরাং রহস্যময় মৃত্যু তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই কারণেই ফেডারেশন সংস্থা তার আইনি পরামর্শে এফআই আর দায়ের করেন। মনে করা হচ্ছে কেন এই সংস্থা কোনরকম পারমিশন না দিয়ে শুটিং করতে গেছিল? অর্থাৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে এই প্রযোজন সংস্থা কতটা নিশ্চিত ছিলেন প্রশ্ন আসছে। প্রশ্ন আসছে যথাযথ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা ওই শুটিং করার সময় ছিল কিনা? প্রশ্ন, কেন রাহুলের মৃত্যুর পর দীর্ঘক্ষণ পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? প্রশ্ন আসছে কেন কোনো রকম পারমিশন না দিয়ে কিভাবে এই সিরিয়ালের শুটিং করার অনুভূতি দেওয়া হলো? আর অনুভূতি ছাড়া কিভাবে ওখানে শুটিং করার ছাড়পত্র পেল সে প্রশ্নও আসছে। রাহুল সাঁতার জানতো না নাকি বালিতে তার পা আটকে গেছিল নাকি তাকে আগের দিনে রাতে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন উঠে আসছে। এইসব প্রশ্নের যদি উত্তর না পাওয়া যায় তবে ফেডারেশন যে এফআই আর দায়ের করেছ তা যথার্থই। উল্লেখ্য প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি লাল মুখোপাধ্যায়, শ্বাশত চট্টোপাধ্যায়, রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার সহ টলি ও টেলি পাড়ার প্রায় সমস্ত কলা কুশীলবরা আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে এই এফআই আর লঞ্চ করেন। টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে রাধা স্টুডিও পর্যন্ত একটি মৌন মিছিলেও পা মেলান শিল্পী ও কলা কুশীলব মহল।

এখন প্রশ্ন হল একটা প্রাণ চলে গেল। একটা অভিনেতার মৃত্যু হল। একজন লেখকের মৃত্যু হলো। আমরা একজন সহ নাগরিককে হারালাম। কিন্তু তবুও কি আমাদের ঘুম ভাঙলো? এই ফেডারেশনের পক্ষ থেকেই যাবতীয় বিধি নিষেধ করা হয় থাকে বাংলা সিনেমা/ সিরিয়ালে। তবে কি এই রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন আসবে না বাংলা সিনেমা না সিরিয়ালে অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীরা কতটা সুরক্ষিত? প্রশ্ন আসবে না তাদের কি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বা প্রটেকশন থাকে? উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা কি তারা পান? সুতরাং প্রশ্ন অনেক। আর রাহুলের মৃত্যু ঘিরে নানা অসঙ্গতি চোখে পরার মত। অস্পষ্ট ধোঁয়াশা এবং অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্যে প্রশ্ন আসবে না যে ওখানে একটি শিল্পী রাহুলের মৃত্যু কি ভাবে ঘটলো? অথচ তার মৃত্যু হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যবস্থা কোথায়? মানে উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল কিনা! আমরা জানি অ্যাকশন করার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়। আবার ঠিক একইভাবে প্যাক আপের পর সম্পূর্ণ কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে কোথায় কখন কিভাবে এই প্যাক আপ হল সেই সব তথ্য কোথায়? সুতরাং রহস্য তো থেকেই গেল! সুতরাং রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু একটি অস্বাভাবিক রহস্যময় মৃত্যু — এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল এ দায় কে বা কারা নেবে। এবং কিভাবেই বা এর রহস্য উন্মোচন হবে? কারণ আমরা জানি পুলিশের কাছে কোন আগাম অনুমতি নিয়ে এই সিরিয়ালের শুটিং হয়নি। অন্যদিকে লিনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজন সংস্থা এর যথার্থ নিরপেক্ষ উত্তর দিতে পারেনি। তাহলে এখন প্রশ্ন হল কিভাবে এই রহস্যময় মৃত্যুর সঠিক তদন্ত সম্ভব?

সুতরাং আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে একটা চরম গাফিলতি নিয়েই এইরকম প্রযোজন সংস্থাগুলো তাদের প্রোডাকশনের কাজগুলো করে থাকেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টলিপাড়ার এক্ষেত্রে অনেকেই মুখ খুলেছেন। দীর্ঘকাল ধরেই এরকম নানা অসঙ্গতি নিয়েই তারা কাজ করে চলে এসেছেন। আজ রাহুলের মৃত্যু ঘটেছে। এই রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে নানা অসঙ্গতি,নানা প্রশ্ন শিল্পী মহলের মধ্যে চলে আসছে। কিন্তু ছাই চাপা আগুনের মতোই এটি দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চই টলিপাড়ার তা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। নইলে আজ টলি পড়া কেন বিভক্ত! অনেক আগে থেকে অনেকে অসংগতি নিয়েই কাজ করতেন। আজ রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটায় অনেকের মুখে এই প্রশ্ন চলে আসছে এই নিরাপত্তা, এই উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার মধ্য দিয়েই যে সিনেমা বা সিরিয়ালের কাজ করতে হয়।

আমরা জানি আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত ছোট। তার পরিসর ছোট। তার সামর্থ্য ছোট। তারা বাজেট ছোট। কিন্তু সেখানে সেরা অভিনয় দেওয়ার প্রবণতা প্রবল। অভিনয় করার জন্য অনেক সময় সেরা শট দিয়ে থাকেন অভিনেতারা। রাহুল ও তাদের মধ্যে একজন। হ্যাঁ,একজন শিল্পীর সেরা পারফরম্যান্স দিয়েই তো চিরকালীন অভিনয় হয়ে থাকে। সুতরাং যে কোন শিল্পের মতো অভিনয় শিল্পেও পারফরম্যান্স একটি বড় ভূমিকা হয়ে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। আর আমাদের বাংলা টলি বা টেলি ইন্ডাস্ট্রি অতটা বড় নয় যা বলিউডে হয়। অত বাজেট নেই এখানে। সুতরাং গ্রাফিক্স, এ আই বা কৃত্রিম স্টুডিও এর মত অত্যাধুনিক পদ্ধতি নেই এখানে। সুতরাং এখানে সাধ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। অভিনেতাদের তাদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে হয়। আর তা নিয়ে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এই নিয়েই আমাদের যে ক ‘জন ভালো মানের এবং ভালো জাতের অভিনেতা আছেন রাহুল তার মধ্যে অন্যতম। রাহুলের চলে যাওয়াটা একটা বিশাল ক্ষতি। একটা মর্মান্তিক মৃত্যু হলো।

একটা ফুল সম্পূর্ণ বিকশিত বা পরিপূর্ণতা পাওয়ার আগেই ঝরে গেল। এখন প্রশ্ন হল ঝরে গেল তা ঝরানো হলো। সেই সন্ধানেই রয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম। এখন তার সম্পূর্ণ সত্যতার অপেক্ষায় থাকাটাই ভালো। আবার সংশয় শেষাবধি এই লড়াইটা থাকবে তো? সত্যের জয় হবেই-- এই আশাতেই আমাদের বেঁচে থাকা। আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু এই সচেতনতার পথ অনেক আগেই ভালোভাবেই টের পেয়েছেন বহু অভিনেতা। এই রহস্য কিভাবে তদন্ত হয়-এখন সেটাই দেখার। আমরা জানিনা তবে জানার চেষ্টা করে চলেছি। না, আভাসে থামলে চলবে না। রহস্য উন্মোচনে নাগালে পৌঁছতেই হবে। এখন দেখার তা কিভাবে সামলান রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। নইলে কি এট ধরে নিতে হবে সর্বত্র পবিত্র চোখেও সত্যতা হারায়.....কাশি বৃন্দাবন, মথুরা গয়া -- আনকাট অভয়া!

চর্চাবাসর ১২

বাংলা শব্দ তিলোত্তমা (তিলোত্তমা) সংস্কৃত ভাষায় বদ্ধ, দুটি শব্দের সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত ‘তিল’ (তিল) এবং ‘উত্তমা’ (উত্তমা)। তিলের বীজকে বোঝায়, যা এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কণা, সূক্ষ্ম বিবরণ বা ক্ষুদ্রতম একককে বোঝায়। উত্তমা (উত্তমা) অর্থ সর্বোত্তম, চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ বা নিখুঁত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

'এবারের নির্বাচন আমাদের বাড়ির মেয়েদের সুরক্ষার নির্বাচন'

সিউড়ির জনসভা থেকে হুঙ্কার মোদীর

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: 'কেউ সন্তান হারা হলে কোনও সরকারি প্রকল্প কিংবা অনুদান বা আর্থিক সাহায্য তা পূরণ করতে পারে না।' আরজি কর কাণ্ডের ঘটনা তুলে মোদী বলেন, 'এবারের নির্বাচন আমাদের বাড়ির মেয়েদের সুরক্ষার নির্বাচন। ভয় নয় ভরসা চাই। মা-বোনেদের সম্মান চাই।' বৃহস্পতিবার সিউড়ির চাঁদমারি ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় মমতার সরকারের তীব্র ভর্ৎসনা করে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে একইসঙ্গে দুই পাখি মারলেন মোদী।

নির্বাচনী জনসভাকে ঘিরে আবেগ এবং উত্তাপ দুই ছিল এদিন। ভিড়ে ঠাসা কর্মী, সমর্থকদের সামনে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যের প্রথমেই 'ভারত মাতা'র জয়ধ্বনি দেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে স্মরণ করে বীরভূমের লাল মাটি ঐতিহাসিক মাটি বিপ্লবীদের মাটি, প্রেরণার মাটি উল্লেখ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী দুকড়িবালা দেবী, সাধক বামাক্ষ্যাপা, ভারতরত্ন প্রণব মুখার্জি, উপন্যাসকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মশ্রী তৃপ্তি মুখার্জি তাকদীরা বেগমদের স্মরণ করে বীরভূমের প্রশংসা করেন। এই বীরভূমই পরিবর্তন আসছে উপস্থিত দর্শকদের দেখেই তা স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, 'বীরভূমে রবীন্দ্রনাথ একটাই স্বপ্ন দেখতেন, ভয় থেকে সকলে মুক্ত যেন থাকে। কিন্তু বাংলায় টিএমসির জঙ্গল রাজ একদম উল্টো করে দিয়েছে। এরা মা মাটি মানুষের কথা বলতো কিন্তু মা আজ কাঁদছে, মাটি অনুপ্রবেশকারীদের কব্জায়, আর মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। বীরভূমে জঙ্গল রাজ চলছে। বীরভূমে বগটুই শুধু ঘটনা ছিল না মানবতার কলঙ্ক ছিল। নির্দোষ মহিলা ও শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।' এটা মহা জঙ্গল রাজ কি না উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেন মোদী। তিনি বীরভূমবাসীকে মনে করিয়ে দেন, 'মাটি আপনাদের, কিন্তু তা দখল করবার জন্য গ্যাং ওয়ার চলছে। বালি, পাথর আর কয়লা এখানে লুট চলছে। তৃণমূলের বড় বড় নেতাদের প্রশ্রয়ে এই ধরনের চুরি চলছে।' মোদী আরও অভিযোগ তোলেন, 'বাংলায় তৃণমূলের সিন্ডিকেট অনুপ্রবেশকারীদের নকল নথিপত্র দিচ্ছে।' বাংলাদেশের নাম না নিয়ে মোদি বলেন 'পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ভয় দেখিয়ে আধিকারিকদের হুমকি দিয়ে অন্যায় ভাবে এ সমস্ত কাজ করছেন যা পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষা নিয়ে বড় প্রশ্ন।' তাই সিউড়ি পুলিশ লাইন চাঁদমারি ময়দানে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভামঞ্চ থেকে মোদী উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন হওয়ার পরই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। এটা মোদীর গ্যারান্টি। সহায়তাকারীদেরও, সে যত বড়ই ক্ষমতাবান হন না কেন তাকে খুঁজে বের করা হবে এবং রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর সহায়তাকারীদের জেলে ভরা হবে।' নারী সুরক্ষা নিয়ে তিনি আরও বলেন, 'বাংলায় মায়ের অবস্থা অত্যন্ত করুন। তফশিলি জাতি, উপজাতিদের মহিলাদের মেয়েদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বপ্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতিকেও অপমান করতে পারে, তাদের মানসিকতা কি রকম হতে পারে তা তিনি তুলে ধরেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, 'দেশের রাষ্ট্রপতিকে সঠিকভাবে সম্মান দিতে হবে। কারোর সন্তান হারা হলে কোন সরকারি প্রকল্প কিংবা অনুদান বা আর্থিক সাহায্য তা পূরণ করতে পারে না। এবারের নির্বাচন আমাদের বাড়ির মেয়েদের সুরক্ষার নির্বাচন।' তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, 'মা-বোনেদের সহায়তা বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতেও হয় কোনও কাটমানি ছাড়াই ,যারা যোগ্য তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছে যায়। বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব মা-বোনেদের জন্য অনেক ঘোষণা করেছেন সব ঘোষণায় খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।' তৃণমূল শাসিত নির্মম সরকারের বিদায় এবার আসন্ন জানিয়ে মোদী বলেন, 'এখানে যে সমস্ত যুবকরা নিপীড়িত হয়েছেন। আগামী ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তার জবাব মিলবে।' বীরভূমের সকলকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য বিশ্বাস দিতে এসেছি জানিয়ে মোদী বলেন, 'বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। চাকরির জন্য যুবকদের বাইরে যেতে হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের কোনও ক্যাম্পাসিং হচ্ছে না। কোথাও স্কুল আছে তো শিক্ষক নেই, কোথাও শিক্ষক আছে তো তাদের বেতনের ঠিক নেই। এক এক করে অনেক স্কুলই বন্ধ হচ্ছে। যেখানে স্কুল বন্ধ সেখানে ভবিষ্যৎ বন্ধ।' মোদী বলেন, 'বাংলা ভয় নয়, চায় ভরসা।'

পশ্চিমবঙ্গে কোন রোজগার মেলা হয় না বরং চাকরি লুটের খেলা হয় বলে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন মোদী। এরপরেই মোদী কেন্দ্র সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারত এখন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। মেড ইন ইন্ডিয়া হাতিয়ার এক্সপোর্ট হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূলের দুর্নীতি এতটাই যে এখানে অলিতে গলিতে কাঁচা বোম তৈরি হয়।' মোদীর আশ্বাস, 'বিজেপি সরকার গড়লে সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশনের সুযোগ সুবিধা দেবে। প্রকৃতি এই বাংলায় সম্পদের ডালি নিয়ে আছে। কিন্তু তৃণমূল সেই সম্পদকে লুট করছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেট গুন্ডারাজ কেন্দ্রীয় সরকারের রাস্তা এবং রেলের কাজও করতে বাধা দেয়।' ডেউচা পাচামির প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, 'কয়লা খনি প্রকল্পের উত্তোলনের হিসেব ও তৃণমূল সরকারের কাছে নেই। আগামী ৪ঠা মের পর সমস্ত সিন্ডিকেট ও গুন্ডারাজ খতম হবে। বিজেপি সরকার এলেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।' মোদী বলেন, 'খড়গপুর মোড়গ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে দুবরাজপুর বাইপাস সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ হলেও, তৃণমূল এখনো পর্যন্ত রাজ্যে ৭৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ আটকে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এলে ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হলে এই সমস্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুত হবে।' ১০০ দিনের কাজে তৃণমূলের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, 'সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে তৃণমূল। এক্ষণই কেন্দ্র নতুন আইন করে গ্রামীণ কৃষক ও মজুরদের পাশে থেকে বছরে ১২৫ দিনের কাজ নিশ্চিত করবে। আর মজুরিবাবুর সমস্ত টাকা ব্যাংকের একাউন্ট এর মধ্য দিয়ে পাঠানো হবে। ফলে কোন সিন্ডিকেট সেই টাকায় হাত দিতে পারবে না।' এই জনসভার মঞ্চ থেকে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মোদী বলেন, 'তৃণমূলের পিএম শব্দে আপত্তি হয়েছে। কিন্তু পিএম শব্দ মোদীর পরিবারের নয়, এটা মোদীর নিজস্ব রাজত্বও নয়, এটা ভারতের সংবিধানের পদ। আর এটা জনগণের আশীর্বাদের ফল।' নাম না করে মমতাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'গরীব কৃষক মজুরা প্রত্যেকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পে পিএম শব্দ আছে, সেইসব প্রকল্প তিনি এখানে চালু করতে দেন না। যখন সকলে মিলে প্রতিবাদ করেছেন তখন তাদেরকে ঝুঁকতে হয়েছে, আর এর ফলে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা উপকৃত হয়েছেন কৃষকেরা।' সবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্র এবং রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার দ্রুত কাজ করবে সব কা সাথ সবকা বিকাশের পাশাপাশি যারা বাংলায় লুট চালিয়েছে তাদের হিসাব হবেও বলে হুংকার দেন মোদী। পাশাপাশি উপস্থিত সকলকে আগামী নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান এবং যারা আসতে পারেননি তাদের বাড়িতেও এই শুভেচ্ছা পৌঁছে দেবার আহ্বান জানিয়ে মঞ্চ ছাড়েন মোদী।

বৃহস্পতিবার উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মাখলার বিড়লা মোড়ে নির্বাচনী প্রচার করেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবও।

কোন্নগর কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আচ্ছালাল যাদব শ্রীরামপুর মহকুমা দপ্তরে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন।

বিজেপি ক্ষমতায় এলেও মাছ খেতে পারবেন বাঙালি: ভাস্কর ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুরে বুধবার জনসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাছ এবং মাংস নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। তার পাল্টা বৃহস্পতিবার হাতে থলে নিয়ে বাজারে গেলেন শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য। বাজারে ঘুরে ঘুরে কিনলেন মাছ। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন,

'বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে।' এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন ভিত্তিহীন কথা বলছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মানুষ আরও ভালো ভাবে মাছ-মাংস খেতে পারবেন।' এ দিন বাজার করার পাশাপাশি শ্রীরামপুরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়েও সরব হন বিজেপি প্রার্থী।

বিজেপি প্রার্থী আরও জানিয়েছেন, পুরসভার ব্যর্থতার কারণেই রাস্তা বার বার জলমগ্ন হচ্ছে।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট
হেডকোয়ার্টার - কলকাতা
২০১৩ সালের (২০১৩ এর ১৮) কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ সংস্থান অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
প্রভা উন্নয়ন মাইক্রোফিনান্স লিমিটেড এর রেজিস্টার্ড অফিসের স্থানান্তর সম্পর্কিত বিষয়, রেজিস্টার্ড অফিস - ই চয়ন পাড়া, পো - ঘোগোমালি এনআর - তারণি সূত্রধর হাউস জাল, ঘুগুমালি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ঘুগুমালি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৩৪০০৬

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির শুক্রবার ৪ জুলাই ২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায় অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** থেকে **ঝাড়খন্ড রাজ্যে** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা **বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট হেডকোয়ার্টার কলকাতা, 1st এমএসও বিল্ডিং (৯ম তল) ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২০ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে:

ই চয়ন পাড়া, পো - ঘোগোমালি এনআর - তারণি সূত্রধর হাউস জাল, ঘুগুমালি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ঘুগুমালি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৩৪০০৬

প্রভা উন্নয়ন মাইক্রোফিনান্স লিমিটেড এর ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে

বৈজনাথ শাউ, ডিরেক্টর, ডিন : ০৮৩৯৭৯১৯
জ্যোতি কুমারী, ডিরেক্টর, ডিন : ১০১৬৭১৯৯

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -২
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭১
মামলা নং আরসি /১৬৪/২০১৯
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স ইস্ট বর্ধমান অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস অ্যান্ড আদার্স
বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক পাশ করা নির্দেশ তারিখ **১৭.০৩.২০২৬** অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় সম্পাদিত হবে :

" সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১০২ শতক, কমবেশি, তদস্থিত নির্মাণ এবং মেশিনারিজ মৌজা - হাটগোবিন্দপুর, জেএল নং ১৩৬, এলআর প্লট নং ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৯, এবং ৮৬০,এলআর খতিয়ান নং ২০০৬, ২০৭৯ এবং ২০৮০, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : হাটগোবিন্দপুর, থানা শক্তিগড়, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৪০৭"।

সাধারণ নিলামে **"যেখানে যা আছে"** বিভিত্তে ই-নিলাম মাধ্যমে এবং ট্রাইবুনালের চুরান্ত অনুমোদন সাপেক্ষ ।আগ্রহী ক্রেতাগণকে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হাবে বায়না জমা দাখিল করতে হবে **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার** অনুকূলে নেট ব্যাঙ্কিং মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সার্টিফিকেট হোল্ডারের পরামর্শক্রমে কেবল ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের আকারে। উক্ত জমা দাখিল সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে সমন্বিত হবে এবং অন্যান্য ডাকদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে ই-নিলাম প্রতিবেদন গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে। সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বায়না জমা সমন্বয়ের পর পরের দিন বিকেল **৪ টার মধ্যে** ২৫ শতাংশ দাখিল করতে হবে, কোনও কারণে দিনটি ছুটির দিন বা রবিবার হলে পরের ১ম কাজের দিনে দাখিল করা যাবে, ব্যর্থ হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।

ক্রেতাকে অবশিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়ার ৭৫ শতাংশ নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্যের কমে সম্পত্তি বিক্রি হবে না যা **৯৬,১৭,০০০ টাকা** (ছিয়ানব্বই লাখ সতেরো হাজার টাকা) এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ হিসেবে দিতে হবে। অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি একই থাকবে যেমনটি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মামলা **আরসি/১৬৪/২০১৯,** তারিখ ০৭.০৪.২০২৬ অনুযায়ী ইস্যুকৃত বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী।

আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সম্পত্তি অনলাইন নিলামে (ই-নিলাম) বিক্রি করা হবে **২০.০৫.২০২৬ বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে ৩ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবসাইট : https://drt.auctiontiger.net মাধ্যমে।** সম্ভাব্য ডাকদাতাকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় নোটিশ **https://drt.auctiontiger.net** থেকে সংগ্রহ করতে এবং তাদের নাম নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নথিভুক্ত করতে হবে **১৮.০৫.২০২৬** তারিখের পূর্বেই **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হিসেবে** ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের আকারে বায়না জমা দাখিল করা তাদের প্রস্তাবের সঙ্গে সহ।

যাহোক, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিলামের সময় নেটওয়ার্কের কোনও ত্রুটির কারণে দায়ী হবেন না।

ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড নথিভুক্ত অংশগ্রহণকারী/আগ্রহী ক্রেতাকে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে ই-নিলাম প্রদায়ক কোম্পানি কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশাবলি সহ, যদি কিছু থাকে, অন-লাইন মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রণ এবং লগইন করার জন্য।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক এর বিস্তারিত **ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং : ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেল : support@auctiontiger.net।**

আগ্রহী ডাকদাতাগণ **ওয়েবসাইট : https://drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন বিস্তারিত প্রক্রিয়া, নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য এবং অন্যকোনও সহায়তা/সাহায্য ই-নিলামের জন্য। পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য বিস্তারিতর জন্য যোগাযোগ করতে হবে : **শ্রীমতি স্বর্ণালী দত্ত, ফোন নং : ৯৮৭৫৩৮৮৭৮২** এর সঙ্গে।

স্বা/- ওম কুমার
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
কলকাতা

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি৩)
৯মতল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা -৭০০০৭১
রেফা. কেস নং আরপি/৬৩৭/২০১৯ (ওএ নং . ৯০৫-২০১৫ সালের)
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স অধিকারী নার্সারি এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **নির্দেশ নং ২৯ তারিখ ১৯.০৩.২০২৬** অনুযায়ী নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য :

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত : "সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি মৌজা : কঙ্গনবেড়িয়া, জেএল নং ৪১, তৌজি নং ৯৩, থানা : বিষ্ণুপুর, এলআর খতিয়ান নং ১৮২৭, দাগ নং ৪৪৪, জমির পরিমাপ ১১ ডেসিমেল, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার -বিষ্ণুপুর সমীপে নথিভুক্ত শ্রী সুতনু অধিকারীর নামে নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৩০১৩ থেকে ৩০২৫, দলিল নং ৪৮৬৮-২০০৮ সালের।"

সম্পত্তিটি **"যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে"** ভিত্তিতে এবং **১৯.০৩.২০২৬** তারিখে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারিকৃত বিক্রয় ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

বিক্রয় আয়কর আইন, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং পরবর্তী শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। সম্পত্তিটি তফসিলে নির্দিষ্ট লটে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। সম্পত্তির একটি অংশ বিক্রি করে আদায়যোগ্য পরিমাণ পূরণ হলে, অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্য ৩,৫০,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

আগ্রহী ক্রেতাদের তাদের অফারগুলি সিল করা খামে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সাথে বায়না জমা (ইএমডি) **১৮.০৫.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ২টায়, "রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতা"** এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে **৩৫,০০০.০০ টাকা** এবং **কলকাতায় প্রদেয় হবে,** সাথে দরপত্র আবেদনপত্র এবং সম্পত্তির বিবরণ, প্যান কার্ডের কপি, ঠিকানার প্রমাণপত্র এবং পরিচয়পত্র, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে অথবা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব / আইনজীবী নিশ্চিতকারী অন্য কোনও নথি এবং এই ধরনের জমার রসিদ / কাউন্টার ফাইল সিল করা খামে রিকভারি অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - III, কলকাতার ঠিকানায় হাতে হাতে অথবা রেজিস্টার্ড/স্পিড পোস্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এরপর জমা করা ইএমডি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে না। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৮.০৫.২০২৬** তারিখ বা তার আগে বেলা ২টোর মধ্যে ট্রাইব্যুনালের অফিসে এবং দর বৃদ্ধি সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ অর্থাৎ **৩,৫০০.০০ টাকা।**

সফল দরদাতাকে পরবর্তী তারিখ অর্থাৎ দুপুর ২.৩০টা নাগাদ ইএমডি সমন্বয়ের পর বিক্রয় অর্থের ২৫ শতাংশ উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তাহলে পরবর্তী প্রথম অফিসের দিনে। এরপর, ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ তম দিন বা তার আগে বাকি ৭৫ শতাংশ বিক্রয় অর্থ জমা দেবেন, ওই দিনটি ব্যতীত, অথবা যদি ১৫ তম দিন রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন হয়, তাহলে ১৫ তম দিনের পর প্রথম অফিসের দিনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রেতাকে পাউন্ডেজ ফি রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতার কাছে ২ শতাংশ পর্যন্ত **১,০০০/- টাকা** এবং অতিরিক্ত **১,০০০/- টাকা এবং ২০০/- টাকা** ডিডির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার, **ডিআরটি - III,** কলকাতার অনুকূলে জমা দিতে হবে।

অযৌক্তিক প্রমাণিত হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনও বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়ের খরচ পরিশোধের পর জমাকৃত অর্থ, নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করলে, সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের যে কোনও অংশের সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবেন। নতুন বিক্রয় ঘোষণা জারি করার পরে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে।

আগ্রহী ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য **তনুশ্রী ঘোষ, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নং ৯৮৯২৫ ৮৪৮৮৪, ই-মেইল ubin0554731@unionbankofindia.bank, শাখা ঠিকানা ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২য় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ০৪.০৫.২০২৬ থেকে ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ব্যাংক অফিসারের সাথে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে।**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় **২০.০৫.২০২৬ তারিখে ১১টা থেকে ১টা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় ৩ মিনিট করে বাড়ানো হবে এবং বিডিং **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** এর মাধ্যমে মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি. **https://drt.auctiontiger.net** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করা হবে, বিজনেস স্পেস, বি-৭০৫. ওয়াল স্ট্রিট II, ওরিয়েন্ট ক্লাবের বিপরীতে, গুজরাট কলেজের কাছে, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৬, গুজরাট, **যোগাযোগ ব্যক্তি শ্রী রাম শর্মা, মোবাইল নং ৮০০০০২৩২৯৭ ইমেল : ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, হেল্প লাইন ০৭৯ ৬৮১৩ ৬৮৪২/৬৮৩৭ / ৬৮৭৫।**

উপরোক্ত নিলাম, বিক্রয় ঘোষণা, ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা ফর্ম এবং বিস্তারিত শর্তাবলী এবং বিডিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.drt.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

তনুশ্রী ঘোষ, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নং. ৯৮৯২৫ ৮৪৮৮৪, ই-মেইল ubin0554731@unionbankofindia.bank। শাখার ঠিকানা : ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২য় তল, ৫৫/৫৮ এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ই-নিলাম সমন্বয়ের জন্য মনোনীত হয়েছে।

আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরে, এই তারিখে প্রদত্ত ১৯.০৩.২০২৬।

স্বা/- প্রদীপ কুমার মন্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. জাহাঙ্গীর খান ২. শ্রী ইসরাফিল খান ৩. শ্রীমতি জহরুন বিবি	ক) ৩৯,২৯,৭৩৬.৯০ টাকা লোন এ/সি নং 921030051083732, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১১.১১.২০২৫ গ) ০৯.০৪.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা -হিঞ্চাগেড়িয়া, এলআর প্লট নং ৪৫২,এলআর খতিয়ান নং ২০৮৭, ২১২৭, জেএল নং ১৪৭, থানা : ভগবানপুর, কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬৫৫, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ১০.০৪.২০২৬, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং
৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ইমেল : zochinsurah@indianbank.co.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **শ্রীমতি মনজিৎ কাউর,স্বামী জগবন্ত সিং,**
ঠিকানা : ক) ৫০১, কস্তুরী হাউসিং, জি টি রোড, মাহেশ্বর, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পব - ৭১২২০২।
ঠিকানা খ) : ফ্ল্যাট নং জি-১, গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৬, খাস বাগান লেন, মৌজাএবং থানা : শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০১।

২. **শ্রী জগবন্ত সিং, পিতা শ্রী অমৃত পাল সিং,**
ঠিকানা : ক) ৫০১, কস্তুরী হাউসিং, জি টি রোড, মাহেশ্বর, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পব - ৭১২২০২।
ঠিকানা খ) : ফ্ল্যাট নং জি-১, গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৬, খাস বাগান লেন, মৌজাএবং থানা : শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০১।

বিষয় : আপনার লোন অ্যাকাউন্ট মনজিৎ কাউর (এ/সি নং : ৫০৪৫৯৬৭২৩৪৪), ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক), শেওড়াফুলি শাখা - রেজি.

আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জন ব্যক্তি। দ্বিতীয়জন, আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের গৃহীত ঋণ হিসাবের জামিনদার। আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন বন্ধকদাতা, যিনি তাঁর গৃহীত ঋণ হিসাবগুলোর জামানত হিসাবে নিজের সম্পদ প্রদান করেছেন।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন, নিম্নলিখিত সুবিধাটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে প্রথমজন তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টার্ম লোন - হাউজিং লোন (৫০৪৫৯৬৭২৩৪৪)	১০,৭৫,০০০ টাকা

আপনারা সকলেই উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিপত্রের প্রকৃতি
১. টিএল	১. আবেদনপত্র, মঞ্জুরির স্বীকৃতিপত্র, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, ঋণ চুক্তি, ঋণ, ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতার ঘোষণা, স্বত্ব দলিল নিশ্চিত করে জমা।

উপরোক্ত ঋণগুলির পরিশোধ আপনাদের মধ্যে ২ নং ব্যক্তি কর্তৃক ২৮.০৮.২০১৮ তারিখের একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টিযুক্ত। উক্ত ঋণের পরিশোধ আপনাদের মধ্যে ১ নং ব্যক্তির মালিকানাধীন, নিম্নে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকের মাধ্যমে সুরক্ষিত। সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণ অ্যাকাউন্টটি ৩০.০৪.২০২৪ তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

০৫.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ

(টাকার পরিমাণ)

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	এমওআই, এমএলই এবং এমওএক্স	মোট
টার্ম লোন - হাউজিং লোন (৫০৪৫৯৬৭২৩৪৪)	৯,৭০,৬২৭/- টাকা	২,২১,৮৫২/- টাকা	১১৯২৪৭৯.০০ টাকা
মোট			১১৯২৪৭৯.০০ টাকা

০৫.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী উল্লিখিত ১১,৯২,৪৭৯.০০ টাকা (এগারো লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত উনআশি টাকা) এবং এর উপর পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে সুদ, চার্জ ও অন্যান্য খরচ প্রযোজ্য হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসেবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা ০৫.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থ, অর্থাৎ- **১১,৯২,৪৭৯.০০ টাকা (এগারো লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত উনআশি টাকা)** পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ ধারা ১৩ (২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে [illegible]

[illegible]

তারিখ : ০৮.০৪.২০২৬
স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15432WB1933PTC007599 রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫
আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী

"ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ - কর্পোরেট ডেটর এর যৌথভাবে সম্পদসমূহ বা সম্পদসমূহ এককভাবে, সামগ্রিকভাবে একলপ্তে বিক্রি। কর্পোরেট ডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ১৫তম এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং [illegible]

[illegible]

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	১০.০৪.২০২৬
২.	[illegible]	[illegible]
৩.	[illegible]	[illegible]
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	[illegible]
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible] ipcamanishjain@gmail.com

[illegible]

তারিখ : ১০.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

প্রয়াত আবু হাসেম খান চৌধুরী, শোকে বিহ্বল দক্ষিণ মালদাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কোতুয়ালির গনিখানের মাজারের পাশেই কবরস্থ করা হল প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীর (ডালু) দেহ। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সন্তানকে। বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে বার্ধক্যজনিত কারণেই মারা যান ডালুবাবু। এরপর বৃহস্পতিবার সড়কপথে অ্যাম্বুলেন্স করেই মৃতদেহ আনা হয় ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালির গনিখান চৌধুরীর বাসভবনে। তার আগে ফরাক্কা থেকে কালিয়াচক, সুজাপুর, ইংরেজবাজার-সহ বিভিন্ন এলাকায় মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রা করেন দলের নেতা, কর্মীরা। দক্ষিণ মালদার প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ তথা দলের জেলা সভাপতি ডালুবাবুর মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার কার্যত কংগ্রেস প্রার্থীরা সমস্ত নির্বাচনী প্রচার এবং নানান কর্মসূচি স্থগিত রাখেন। দলের জেলা

কার্যালয় থেকে শুরু করে কোতুয়ালি ভবনে কালো পতাকা উড়িয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রাক্তন সাংসদ ডালুবাবুকে। ডালুবাবুর এই অকাল প্রয়াণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও শোক জ্ঞাপন করেন।

যদিও গনি পরিবারের একাংশ কর্তাদের বক্তব্য ২০০৬ সালের এই মাসেই ১৪ এপ্রিল প্রয়াত হয়েছিলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গণিখান চৌধুরী। বর্তমানে গনিখান এবং ডালুবাবু ছাড়াও আরও দুই ভাই জীবিত রয়েছেন। তাঁরা হলেন আবু নাসের খান চৌধুরী (লেবু) (৯২) এবং সেলিম খান চৌধুরী (৮৪)।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের বিধায়ক ছিলেন আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু)। গনিখান চৌধুরী মারা যাওয়ার পর ২০০৬ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন ডালুবাবু। পরবর্তীতে বয়সের ভারে তিনি আর গত লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ান নি। সেই জায়গায় প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন ডালুবাবুর ছেলে ঈশা খান চৌধুরী। বেশ কিছুদিন ধরে বয়েসজনিত কারণেই শয্যাশায়ী ছিলেন ডালু। গত ২০ দিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় কলকাতায় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান তিনি।

এদিকে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ডালুবাবুর মৃত্যুতে যেন মানুষের মনে ঘন আবেগ তৈরি হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে এই নির্বাচনে মালদার কংগ্রেস দুর্গ আবার শক্ত হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁদের বক্তব্য, গনিখান চৌধুরী মারা যাওয়ার পর মালদার মানুষ দু'হাত ভরে ভোট দিয়ে বহু আসন কংগ্রেসকে জিতিয়ে দিয়েছিল। তাতেই অনুমান করা হচ্ছে ডালুবাবুর প্রয়াত হওয়ার পর মানুষের আবেগ কংগ্রেসের দিকেই যাবে। ফলে এবারের মালদায় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল অত্যন্ত ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সড়কপথে ডালুবাবুর দেহ মালদার কোতুয়ালি ভবনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। সামসেরগঞ্জের ডাক বাংলো মোড় থেকেই দফায় দফায় বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, সুজাপুর, ইংরেজবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রাক্তন সাংসদের শবদেহ নিয়ে শোকযাত্রা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। এদিন সন্ধ্যায় কোতুয়ালির গনিখান চৌধুরীর মাজারের পাশেই সমাধিস্ত করা হয় ডালু বাবুর নিথর দেহ। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী বলেন, 'আজকে শোকের দিন। বাবা সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। উনি দলের জন্য যা করেছেন অনেক। এই দুঃখের দিনে এর বেশি কিছু বলতে চাই না।' জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মালদা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অর্জুন হালদার বলেন, 'গনিখানের পর আমরা ডালুবাবুকেই দেখেছি, তাঁর আদর্শেই রাজনীতি করেছি। একটা মানুষ কিভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, রাজনীতি কৌশল ওনার কাছ থেকেও শিখেছি।' ইংরেজবাজারের তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুণ্ডু বলেন, 'রাজনীতি এক জায়গায়। আর সম্পর্ক আরেক জায়গায়। ডালুবাবুর প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।'

মোদীর সভায় ভিড়ে চুরি গেল একাধিক মোবাইল

হিরাপুর থানায় বিক্ষোভ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোলের পলো গ্রাউন্ডে মোদীর সভাস্থল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সভাস্থলের বাইরেও ছিল বহু মানুষের ভিড়। আর এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি ওই অঞ্চলের মোবাইল চোরেরা। প্রায় ৫০-এর অধিক ব্যক্তি ও মহিলার মোবাইল চুরি হয়। অধিকাংশ চুরি হয় সভা শেষ হওয়ার পর, যখন সবাই সভাস্থল থেকে বাইরে বেরোচ্ছিলেন। ওই সময় ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির সুযোগ নিয়ে মোবাইল চুরি করে চোরেরা। বারাবনি বিধানসভার ভানোরার বাসিন্দা বিশাল চৌহান, কুলটি বিধানসভার প্রদীপ প্রসাদ বলেন, 'আমরা মোদীর সভাতে এসেছিলাম। সভা শেষে বেরোবার সময় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে মোবাইল চুরি করে নেয়।' বার্ণপুর, রঙ্গা পাড়ার বাসিন্দা মুন্নি সিং তারও মোবাইল চুরি হয়। কিন্তু তিনি সভায় আসেননি। তিনি বলেন, মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য টোটোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সভাস্থল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চিত্রা মোড়ে। কিন্তু সেই সময় সভা শেষ হওয়ায় তিনি ও তাঁর মেয়ে ভিড়ের মাঝে পড়ে যান। কোনওক্রমে ভিড় থেকে ফাঁকা জায়গায় আসতেই তিনি দেখেন তাঁর ব্যাগে মোবাইল নেই।

যদিও হিরাপুর থানার পুলিশ একাধিক জনকে চুরির দায়ের আটক করে নিয়ে যায়। আটকদের মধ্যে একাধিক নাবালক। যাদেরকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের মধ্যে কেউ হাতেনাতে ধরা পড়ে জনগণের কাছে কেউ বা পুলিশের কাছে। উল্লেখ্য অতীতে একাধিক বিজেপির সভায় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এইরকম মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটেছে। মোদীর সভায় মোবাইল চুরি যাওয়ার ঘটনায় মোবাইল ফেরত দেওয়ার দাবিতে হিরাপুর থানায় বিক্ষোভ দেখান অগ্নিমিত্রা পল। সাথে অপরাধীদের চূড়ান্ত শাস্তির দাবি করেন তিনি। স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্বদের দাবি, এত পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও শুধু মোবাইল নয়, মানিব্যাগও চুরি হয়েছে। যতক্ষণ না অপরাধীদের ধরে তাদের কাছ থেকে চুরি করা মোবাইল ও টাকা উদ্ধার হচ্ছে এবং অপরাধীরা প্রকৃত শাস্তি পাচ্ছে বিজেপির ধরনা চলবে।

আসানসোলে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যেতে বাধার অভিযোগ

ট্র্যাফিক পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের ইন্দো-আমেরিকা মোড় সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকায় হঠাৎ করে তৈরি হয় তীব্র যানজট, যার জেরে আটকে পড়ে একাধিক পণ্যবাহী ট্রাক। পরিস্থিতি সামাল দিতে যাত্রীবাহী বাসগুলিকে ঘুরপথে চালানো হয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, আসানসোলে নরেন্দ্র মোদির জনসভায় যাতে কেউ পৌঁছতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ট্রাফিক পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে আসানসোলগামী লেনে যানজট তৈরি করে রেখেছিল। তাঁদের দাবি, এই কাজ শাসক দলের নির্দেশেই করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাদের দাবি, বিজেপি দিশাহীন হয়ে পড়েছে এবং সম্ভাব্য পরাজয় বুঝতে পেরেই এ ধরনের নাটক করছে। এদিকে, আসানসোলে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়া বিজেপি কর্মীদের বাস ওই যানজটে আটকে পড়তেই

ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ট্রাফিক পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্রায় আধঘণ্টা বিক্ষোভ ও যানজটের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং ইন্দো-আমেরিকা মোড় সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী লেনে যান চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়ে আসে।

উন্নয়ন ও জনসংযোগে ভরসা

পুরশুড়ায় ফের জয়ের আশায় বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'স্বচ্ছ প্রশাসন, দুর্নীতি মুক্ত সরকার এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। পুরশুড়ার মানুষ উন্নয়ন চায়, আর সেই উন্নয়নের দায়িত্ব আমরা নিতে প্রস্তুত।' এভাবেই নিজের বক্তব্যে আত্মবিশ্বাসী সুর শোনালেন পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ও বর্তমান বিধায়ক বিমান ঘোষ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন তিনি। গ্রাম থেকে শহর সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে এগোচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'আমি ভোটের সময় নয়, সারা বছর মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। বন্যা হোক বা ঝড়, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই আমার কর্তব্য।' প্রচারের ময়দানে সাধারণ মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে তাঁর প্রতি জনসমর্থন। এক প্রবীণ বাসিন্দার আবেগঘন মন্তব্য, 'তুমি আমাদের ছেলের মতো। আবার এসেছো, এবারও জয় তোমারই হবে' এই ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রচারের পরিবেশকে আরও ইতিবাচক করে তুলছে। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলেন, 'পুরশুড়ায় উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয়েছে, তা শুধুমাত্র বিমান ঘোষের নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে। রাস্তাঘাট, আলো, নদীবাঁধ নির্মাণ, পানীয় জল পরিষেবা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকা, সব ক্ষেত্রেই তিনি নজির গড়েছেন। তাই আমরা নিশ্চিত, মানুষ আবারও বিজেপির উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং ধারাবাহিক কাজের ভিত্তিতেই পুরশুড়ায় বিজেপির সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শত বাধা সত্ত্বেও পুরশুড়ার মানুষের জন্য বিধায়ক হিসেবে বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। সারা বছর পুরশুড়ার মানুষের পাশে থেকেছি। তাই এবারও পুরশুড়ার মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করবেন।'

প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদির সমর্থনে সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদির সমর্থনে সায়নী ঘোষের মিছিল ও পথসভা। পথসভা থেকে গানে গানে ভোট প্রচার, ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সাধারণ মানুষ ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের।

ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদি। এবার তার হয়ে ভোট প্রচারে ময়দানে নামলেন সাংসদ তথা তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ। এদিন ইন্দাস বিধানসভার লস্কর দিঘির পাড় থেকে সাহসপুর সিধু কানুর মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত হুডখোলা গাড়িতে প্রার্থীকে নিয়ে ভোট প্রচার করেন সায়নী ঘোষ। এরপর সিধু কানুর মূর্তির পাদদেশে একটি পথসভা করেন তিনি। সেখানে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সরকারকে তুলনা করেন সায়নী।

'ঘর নাই, ভোট নাই'

পুরুলিয়ায় ঘরের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: 'আগে ঘর, পরে ভোট, ঘর নাই, ভোট নাই।' এই দাবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত সাঁতুড়ি ব্লকের কালীপাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ বৃহস্পতিবার ধামসা মাদল নিয়ে গ্রামে মিছিল ও সভা করে আন্দোলনে নামেন। তবে এই সভাতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় ভারত জাকাত মাঝি পরগনার নেতৃত্ববৃন্দেরও। অপরদিকে আন্দোলনকারীদের মধ্যে সোনামনি ডম বলেন, 'আমরা অতি দরিদ্র মানুষ। আমাদের বাড়ি নেই, ঘরে জল পড়ে। স্থানীয় নেতাদের বারবার বলা হলেও কোনও কাজ হয়নি। আমাদের নাম আসার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় যারা নেতারা রয়েছেন তারা আমাদের নাম কেটে দিয়েছে। যার ফলে আমরা সরকারের দেওয়া বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাই আমরা এদিন মিছিল ও সভা করে বিক্ষোভে সামিল হয়ে আমাদের আন্দোলন শুরু করেছি। আমাদেরকে ঘর না দেওয়া পর্যন্ত আমরা আগত নির্বাচনে ভোট দেব না এমনি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি।' আন্দোলনকারীদের মধ্যে ববিতা সরকার বলেন, 'আমরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছি, দুয়ারের সরকার থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে সর্বত্র আমরা কাগজপত্র জমা দিয়েছি। এমনকি দিদিকে বল নম্বরে ফোন করেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।' অপরদিকে ভারত জাকাত মাঝি পারগণার মহল পুরুলিয়া জেলার

সভাপতি প্রমথ নাথ মুর্মু বলেন, 'আমরা সাঁতুরি ব্লকের কালীপাহাড়ি গ্রামের মানুষদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলাম। তাঁরা তাঁদের অভিযোগের কথা জানিয়েছে। দিদি মানুষের জন্য সব রকম সহযোগিতা করে চলছে। কিন্তু কিছু ব্লক নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের অবহেলার ফলে দিদির সংগঠনকে নষ্ট করতে চাইছে। বেশিরভাগ মহিলা, পুরুষদের একই কথা তৃণমূলের বেশিরভাগ নেতাদের অনিহার জন্য রাজ্য সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই বাড়ি না পেলে ভোট দেবেন না তারা এবারের নির্বাচনে।'

খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রে পলাশ ফোটার আশায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ বিধানসভা হল খানাকুল বিধানসভা। বিগত বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্রে বহু রাজনৈতিক গন্ডগোল হয়েছে। তাই

প্রথম থেকেই খানাকুল বিধানসভার দিকে নজর নির্বাচন কমিশন থেকে রাজনৈতিক মহল। এবারে খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন পলাশ রায়। তিনি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি আরামবাগের গড়বাড়ির জমিদার রাজা রনজিৎ রায়ের বংশধর। একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ হিসাবে আরামবাগ মহকুমায় পরিচিত নাম। এইরকম ব্যক্তিকে খানাকুল বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করে মাস্টার স্টোক দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কেননা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি এই আসনে জয়লাভ করে সুশান্ত ঘোষ বিধায়ক হন। তিনি খানাকুল বিধানসভা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ান। অন্যদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে খানাকুলে তৃণমূলের সংগঠন ধসে পড়ে। পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে বিজেপি ভালো ফলাফল করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এমন একজনকে প্রার্থী করতে চেয়েছিল, যে খানাকুলের তৃণমূল সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। সেই জন্য তৃণমূল স্বচ্ছ ভাবমূর্তির পলাশ রায়কে দাঁড় করিয়ে বিজেপির সঙ্গে ভোট যুদ্ধ জমিয়ে দিয়েছে। আর পলাশবাবু খানাকুলের বহু আদি তৃণমূল নেতাকে ঐক্যবদ্ধ করে ভোট প্রচারে নজর কাড়ছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ভোট প্রচারে পলাশ রায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে। খানাকুলের প্রতিটি গ্রামের মা বোনেদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। তবে ওই বিধানসভায় প্রধান সমস্যা হল বন্যা। এই সমস্যার সমাধানে আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে পলাশ রায় কি বলছেন সেই বিষয়ে খানাকুলবাসী প্রতিনিয়ত নজর রাখছে বলে মনে করছে রাজনৈতিকবিদরা। এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায় বলেন, 'খানাকুলের মানুষকে আমার পরিবারের মতো ভেবে ভোট প্রচার করছি। বন্যা সমস্যার সমাধান ও ব্রিজ তৈরির বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেটা আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলে গেছেন। জয়ে ব্যাপারে আমরা খুবই আশাবাদী।' সবমিলিয়ে এখন দেখার ভোটে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তৃণমূল।

কুশমন্ডিতে মোদীর 'নির্বাচনী জনসভার' প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। আগামী ১১ এপ্রিল, শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডিতে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই 'জনসভা'র মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র

করে গত কয়েকদিন ধরেই কুশমন্ডি এলাকায় সাজ সাজ রব। বৃহস্পতিবার সভার প্রস্তুতি ও মাঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এলাকায় পৌঁছান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডা. সুকান্ত মজুমদার। তিনি স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। প্রস্তুতি পর্বে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে তিনি কর্মীদের কড়া নির্দেশ দেন। সংগঠন সূত্রে খবর, এই জনসভাকে সফল করতে বুথ স্তর পর্যন্ত প্রচার চালানো হচ্ছে। ডা. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই সভা এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় উন্নয়ন এবং জাতীয় ইস্যু, উভয় ক্ষেত্রেই এই সভা থেকে বিশেষ বার্তা দেওয়া হতে পারে। নির্বাচনী প্রচারের ডামাডোলে প্রধানমন্ত্রীর এই কুশমন্ডি সফরকে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করছেন স্থানীয় নেতৃত্ব। নির্বাচনী আচরণবিধি (এমসিসি) চালু থাকায় সভার আয়োজন ও মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কড়া নজরদারি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জেলা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিশেষ তল্লাশি চালাচ্ছে। সভা প্রাঙ্গণের চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

বুলডোজারে ভোট প্রচার বাগদার বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ বুলডোজারে করে ভোট প্রচার বাগদার বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের। সিন্ডিকেট রাজ ও তোলাবাজি সরকার ভাঙতে বুলডোজার দাওয়াই শান্তনু ঠাকুরের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের সমর্থনে বৃহস্পতিবার বিকেলে গাড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসাইবাড়ি খেলার মাঠ থেকে জেসিবি নিয়ে অভিনব প্রচার করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরও। জেসিবি বাকেটের উপর থেকে কখনও হাত নেড়ে, কখনও প্রণাম করে মানুষের কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে নেন সোমা। সোমা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'জেসিবির শক্তি নিয়ে বাগদার উন্নয়নে কাজ করব, সেই কারণে আজকের এই অভিনব প্রচার অভিযান।' বাগদার মানুষ তাকে মা হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে বলেন, এদিন প্রচারে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছেন। অন্যদিকে, শান্তনু ঠাকুর রীতিমতো হুংকার ছাড়েন এদিন। তিনি বলেন, 'সিন্ডিকেট রাজ ও তোলাবাজি সরকার ভাঙতে বুলডোজার প্রয়োজন, সেই কারণে এই অভিনব প্রচারের আয়োজন।' প্রয়োজন হলে ফলাফলের পরে বাগদাতে ও বুলডোজার ব্যবহার করা হতে পারে বলে জানান শান্তনু ঠাকুর।

'চিঠি লিখে ভোট জেতা যায় না', তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার খড়গপুরে একটি চা-চক্র থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এদিন খারাপ আবহাওয়ার কারণে খড়গপুরের বাংলোতেই সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। অধীর চৌধুরীর গাড়িতে ধাক্কার ঘটনাকে ঘিরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'তিনি একজন অভিজ্ঞ ও বড় মাপের নেতা। অতীতে তাঁর গাড়িতে দুর্ঘটনার নজির রয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় সতর্ক থাকা জরুরি এবং সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত হওয়া উচিত।'

রাজ্যে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়ানোর প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, 'দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি চলছে। তাঁর মতে, শুধু বাহিনী মোতায়েন করলেই হবে না। যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখায়, সেইসব দুষ্কৃতীদের আগে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। তবেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব।' নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় আস্থা রেখে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এবারে কমিশন দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।' সুজাপুর ও কালিয়াচকের মতো এলাকায় তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'এতে অন্যরাও সতর্ক হবে।' রাজ্যে সরকার গঠনের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আনবে। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা জোরকদমে কাজ করছেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিবর্তনের ইচ্ছা তৈরি হয়েছে।' অমিত শাহর আসন্ন সফর প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'তাঁর উপস্থিতি কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করে।' খড়গপুরে তাঁর রোড শো ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলেও আশা প্রকাশ করেন দিলীপ। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা প্রয়োগের সমালোচনা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই ধরনের মন্তব্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে ক্ষতিকর। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' হলদিয়ায় বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করি।' তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে কমিশনে চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'চিঠি লিখে নির্বাচন জেতা যায় না। গত ১৫ বছরের শাসনের হিসাব জনগণের সামনে তুলে ধরতেই হবে।' অন্যদিকে, অসম, পুদুচেরি ও কেরালার নির্বাচন নিয়ে আশার সুরে তিনি বলেন, 'অসম ও পুদুচেরিতে বিজেপি জয়ের পথে রয়েছে এবং কেরালাতেও দল বড় শক্তি হিসেবে উঠে আসবে।' সবশেষে, তৃণমূলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মরিয়া চেষ্টা চললেও পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।'

হুগলিতে শুভ রঙ মেনে মনোনয়ন পেশের হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিশ্বাস মেনে, পরম্পরা মেনে মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে নামা যেমন রয়েছে, একইসঙ্গে বাদ যাচ্ছে না 'শুভ' রঙে বিশ্বাসও। মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময়েও প্রার্থীরা কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। তার প্রমাণ মিলল, তাঁদের পোশাকের রং নির্বাচনে। সব কিছুতেই চোখ বুজে বিশ্বাস রাখতে হচ্ছে। প্রার্থীদের অধিকাংশই এখন কালার থেরাপিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়েও বিশাল মিছিল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যেমন রয়েছে, তেমনই পরনে থাকছে প্রার্থীর বেছে নেওয়া বিশেষ রঙের পোশাকও। টকটকে লাল পাঞ্জাবি পরে মনোনয়ন জমা দিতে এলেন বলাগড়ের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া। বললেন, 'জো জিতা, ওহি সিকন্দর।' মঙ্গলবার হুগলি ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং অফিসার বিকাশ মজুমদারের কাছে মনোনয়ন জমা দেন রঞ্জন। বলেন, 'আমি মা কালীর ভক্ত, তাই লাল পরে এসেছি। পোশাকের সঙ্গে লাল-নীল-সবুজের কোনও বিষয় নেই।' সূত্রের খবর, শুধু মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্যই পাঞ্জাবিটি কিনেছেন রঞ্জন। সচরাচর লাল রঙের পোশাক পরতে দেখা যায় না তৃণমূল নেতাদের। তাঁদের প্রিয় নীল, সাদা, সবুজ। তবে বালির তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস মিশ্রকেও প্রায়ই দেখা যাচ্ছে লাল রঙের পাঞ্জাবিতে। হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কালার থেরাপি করেন। কোন দিন, কী বার, সেই দেখে, বারের সঙ্গে যে রং শুভ, সেই রঙের পোশাক পরেন। সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বসু সাদা পাঞ্জাবি, পাজামা পরেই মনোনয়ন জমা দেন চুঁচুড়া মহকুমা শাসকের দপ্তরে।

সকালে কৃষি কাজ সেরে দিনভর ভোট প্রচার সোনামুখীর বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সকালে নিজের জমিতে কৃষি কাজ করে দিনভর ভোট প্রচার সোনামুখীর বিজেপি প্রার্থীর। সাত সকালেই নিরাপত্তারক্ষী ঘরে রেখে সাইকেলে করে বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গিয়ে নিজের জমিতে জলসেচ, শসা জমির পর্যবেক্ষণ এবং বাদাম জমিতে আগাছা নিরানোর কাজ করছেন। তারপর দিনভর চলছে ভোট প্রচার।

এবার বাঁকুড়া জেলা সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দিবাকর ঘরামি। বাড়ি সোনামুখী থানার কুরুমপুর গ্রামে। কৃষক পরিবারের সন্তান। বিগত পাঁচ বছর তিনি বিজেপির ক্রিকেটে জয়লাভ করে এলাকার

বিধায়ক ছিলেন। রয়েছে তার কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষী। এত কিছুর পরেও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেই বেশি পছন্দ করেন দিবাকর ঘরামি। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের জমিতে কৃষি কাজ করে আবার প্রচারে চলে যান দলীয় কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে বিজেপি প্রার্থীর জমিতে রয়েছে শসা, বাদাম, ধান-সহ বিভিন্ন ফসল। একদিকে যেমন জমিতে ফসলের পরিচর্যা করছেন, অন্যদিকে প্রচারেও খামতি রাখছেন না তিনি। সকালবেলায় নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে জমিতে গিয়ে ধান জমিতে জল সেচ, শসা জমিতে পরিচর্যা, এবং বাদাম জমিতে আগাছা নিরানোর কাজ করতে দেখা যায় তাঁকে। বাড়ির লোকের সঙ্গে জমিতে কৃষির কাজ করার পর আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ভোট প্রচারে। এদিন দেখা গেল বাড়িতে বাবা, মাকে প্রণাম করে এবং বাড়ির মন্দিরে প্রণাম করে নির্বাচনে প্রচারে বেরোলেন। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দিবাকর ঘরামি বলেন, তিনি কৃষক পরিবারের সন্তান ছোট থেকেই চাষবাস করাই তাদের পেশা। চাষ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। তাই তিনি চাষ কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, 'বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও দিবাকর ঘরামি সর্বদাই জমিতে এসে চাষাবাদ করেন। তিনি বিধায়ক হিসেবে নয় দাদা হিসেবেই আমাদের সঙ্গে মেশেন।'

সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী জানান, 'ভারত সংকল্প করেছে, ২০৪৭ সালের মধ্যে, যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করব, তখন আমাদের অবশ্যই 'বিকশিত ভারতে'র লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। কিন্তু গত আড়াই দশক ধরে সরকার প্রধান হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, যদি আমরা 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জন করতে চাই, তবে দেশের উন্নয়নে আমাদের 'মাতৃ শক্তি', আমাদের 'নারী শক্তি'র পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সকলেই চায় ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, আমাদের দেশের 'নারী শক্তি' লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে জনপ্রতিনিধি হিসেবে ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব পাক। গত কয়েকদিন ধরে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলছি। বেশিরভাগ দলই সমর্থন জানিয়েছে। একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবেশ দৃশ্যমান। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি আজ সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, যেখানে আমি আমার চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছি। আমি আপনাদের এই প্রবন্ধটি পড়ার এবং অন্যদেরও এটি পড়তে উৎসাহিত করার অনুরোধ করছি। এছাড়াও সকল রাজনৈতিক দলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করুন যাতে আগামী ১৬, ১৭ ও ১৮ তারিখে (এপ্রিল মাসে) আমরা যখন সংসদে মিলিত হব, তখন অবশ্যই এটি পাস করি এবং সকলে মিলে তা উদযাপন করি।'

মিথ্যা অপপ্রচারে এলডিএফ হারবে না: পিনারাই বিজয়ন

কন্নুর, ৯ এপ্রিল: কেরলমের কন্নুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ভোট দিলেন কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন। ভোট দেওয়ার পর পিনারাই বিজয়ন বলেন, 'মিথ্যা অপপ্রচার এলডিএফকে পরাজিত করতে পারবে না। আমরা সবসময় জনগণের ওপর আস্থা রাখি এবং জনগণও আমাদের ওপর আস্থা রাখে।'

পিনারাই বিজয়ন আরও বলেন, 'আমরা গত ১০ বছর ধরে জনগণের সঙ্গে পথ চলেছি এবং সেই পথচলা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা জনগণের পাশে আছি এবং জনগণও আমাদের পাশে আছে। সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার আমাদের পরাজিত করতে পারবে না।' কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এদিন সকালে কন্নুরের আরসি অমালা বেসিক আপার প্রাইমারি স্কুলের ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট দেন।

ভোট দিয়ে কেরলমে জয় নিয়ে আশাবাদী বেণুগোপাল

আম্বালাপুঝা, ৯ এপ্রিল: কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) ও সাংসদ কেসি বেণুগোপাল বৃহস্পতিবার সকালে কেরলম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। এদিন সকালে আম্বালাপুঝার একটি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন তিনি। পরে বেণুগোপাল বলেন, 'আমরা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হতে চলেছি। এই নির্বাচনে আমরা ১০০-র বেশি আসন পাব। মানুষ পরিবর্তন চায়। গত ১০ বছর ধরে পিনারাই বিজয়নকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে তারা তিতিবিরক্ত। এই নির্বাচনে জনগণের সামনে প্রশ্ন হলো, এই জনবিরোধী, অহংকারী মুখ্যমন্ত্রীকে আরও ৫ বছর থাকতে হবে কি না। তারা বলছে - মোটেই না। এই উত্তরই আমরা সব জায়গা থেকে শুনছি। আয়াপ্পার সোনা চুরি হয়ে গেছে। এই সরকার অপরাধী এবং মামলাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।' বেণুগোপাল আরও বলেন, 'বিজেপি কেরলম সম্পর্কে জানে না, তাই তারা এখানে টাকা বিলি করছে। গতকাল তাদের একজন প্রার্থী টাকা বিলি করার সময় ধরা পড়েছেন। এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নীরব। নির্বাচন কমিশন একজন নীরব দর্শক, সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। নইলে আমরা গতকালই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ব্যবস্থা আশা করতে পারতাম।'

ময়দান

বাদোনি আর মুকুল ঝড়েই উড়ে গেল কেকেআর, হারের হ্যাট্রিক রাহানেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমালোচনার জবাব ব্যাট হাতে দিতেই নামলেন অজিঙ্ক রাহানে। ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর ঝোড়ো ইনিংস এক সময় কেকেআরের বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখালেও শেষ পর্যন্ত তা পূরণ হল না। কলকাতা নাইট রাইডার্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে তুলল ১৮১ রান, যা লড়াই করার মতো হলেও প্রত্যাশার তুলনায় কম বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি নাইটদের। ফিন অ্যালেন দ্রুত ফিরে যাওয়ায় চাপ তৈরি হয়। তবে সেই পরিস্থিতি সামাল দেন অধিনায়ক রাহানে এবং তরুণ অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। দু'জনে মিলে ইনিংস গড়ে তোলেন এবং রান তোলার গতি বাড়ান। রাহানে ২৪ বলে ৪১ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন, আর রঘুবংশীর ব্যাট থেকে আসে ৩৩ বলে ৪৫ রান।

তবে মাঝের ওভারে রান তোলার গতি কমে যায়। মহম্মদ শামি যদিও উইকেট পাননি, তবু তাঁর আঁটসাঁট বোলিং কেকেআরের ব্যাটারদের চাপে রাখে। সেই চাপ কাজে লাগিয়ে লখনউয়ের বোলাররা ম্যাচে ফিরে আসে। রিঙ্কু সিং আবারও ব্যর্থ হন, মাত্র ৪ রান করে ফিরে যান। বড় দামের ক্যামেরন গ্রিন-ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি।

শেষ দিকে কিছুটা গতি আনেন রভম্যান পাওয়েল। তাঁর ২৪ বলে ৩৯ রানের ইনিংস কেকেআরকে ১৮০ পেরোতে সাহায্য করে। তবে শেষ পাঁচ ওভারে প্রত্যাশিত রান না আসায় বড় স্কোর হাতছাড়া হয়। ডেথ ওভারে লখনউয়ের বোলাররা দারুণ নিয়ন্ত্রণ রেখে কেকেআরের রান আটকে দেন। এখন প্রশ্ন, এই রান কি যথেষ্ট হবে ঋষভ পন্থদের থামাতে? ইডেনে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোস ও জেমি ম্যাকলারেন। তাঁদের সামনে লখনউ সুপার জায়ান্টস কি সহজেই লক্ষ্য তাড়া করবে, নাকি কেকেআরের বোলাররা ম্যাচে ফিরবে;সেই লড়াই এখন দেখার অপেক্ষা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএসও-কেজিপি-এলওসিও-ক্লিন-এস আর সি-২৬, তারিখ ঃ ০৮.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়্গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে এবং দুপুর ৩.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দুই বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিনের জন্য সাঁতরাগাছি ট্রিপ শেডে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ বডি পরিষ্কার করা, সাঁতরাগাছি ট্রিপ শেডে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের ক্যাব ও লুকআউট কাঁচ পরিষ্কার করা, পিট পরিষ্কার করা এবং সাঁতরাগাছি ট্রিপ শেডে, সাঁতরাগাছি ক্রু লবিতে সাধারণ পরিষ্কার করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সহ ৫৭,৩০,৩৯৯.৮৪ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,১৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **জমার তারিখ ঃ** ০৪.০৫.২০২৬-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৫.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-30)**

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites Urgent Short Notice Inviting Bid NO –02 OF 2026-27 for the work of-

1. Construction of an emergency contingency road from helipad to NH-12 at Mangaljon ground, Jangipur for the security purpose in connection with the proposed visit of the Hon'ble Prime Minister of India at Jangipur in the district of Murshidabad on 11.04.2026.

2. Construction of an emergency contingency road from Dais to helipad at Mangaljon ground, Jangipur for the security purpose in connection with the proposed visit of the Hon'ble Prime Minister of India at Jangipur in the district of Murshidabad on 11.04.2026.

3. Construction of interconnecting pathway among the three numbers helipad at Mangaljon ground, Jangipur for the security purpose in connection with the proposed visit of the Hon'ble Prime Minister of India at Jangipur in the district of Murshidabad on 11.04.2026.

OFF-LINE SHORT NOTICE Urgent Short Notice Inviting Bid No –02 of 2026-27. The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **10/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents on **10/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **10/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **10/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D

Format C-1

(*For candidate to publish in Newspaper, TV*)

Declaration about criminal cases

(*As per the judgement dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)*

Name and Address of Candidate: **Mr. NARENDRANATH CHAKRABORTY, Bankola Subhash Colony, P.O- Ukhra, P.S- Andal, District-Paschim Bardhaman, Pin-713363**

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**.

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : -**Election to the Legislative Assembly of West Bengal, 2026**

*Name of Constituency: **275, PANDAVESWAR ASSEMBLY**

I, NARENDRANATH CHAKRABORTY, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL No	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	4th JM DURGAPUR COURT	ANDAL P.S. CASE No.15/13 G.R. CASE No.-59/13	Pending	U/S 147/149/323/379 of IPC. Alleged of rioting, unlawful assembly with common object, voluntarily causing hurt & alleged for theft.
2	4th JM DURGAPUR COURT	PANDAVESWAR P.S. CASE No.41/12. G.R. CASE No.-614/2012	Pending	U/S 341/323/379/506/120B of IPC. Alleged for wrongful restraint, voluntarily causing hurt, theft,criminal intimidation & criminal conspiracy.
3	2nd JM DURGAPUR COURT	PANDAVESWAR P.S. CASE No-113/09. G.R. CASE No.-1416/2009	Pending	U/S 341/435/34 of IPC. Alleged for wrongful restraint, mischief by fire of explosive substance with intent to cause damage & alleged for common intention.
4	2nd JM DURGAPUR COURT	PANDAVESWAR P.S. CASE No.-28/08 G.R. CASE No.-306/2008	Pending	U/S 323/325/379 of IPC. Alleged for voluntarily causing hurt, voluntarily causing hurt by dangerous weapons & alleged for theft.
5	A.C.J.M. DURGAPUR COURT (GRO)	ANDAL P.S. CASE NO.- 78/2001	Pending	U/S 147/148/149/379 of IPC. Alleged for rioting, rioting with deadly weapon, unlawful assembly with common object & alleged for theft.
6	2nd JM DURGAPUR COURT	PANDAVESWAR P.S. CASE No.146/98. G.R. CASE No.-770/1998	Pending	U/S 147/323 of IPC. Alleged for rioting & voluntarily causing hurt.

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence (s) & punishment imposed	Maximum Punishment imposed
	Sl No 1 To 6 Not Applicable	Sl No 1 To 6 Not Applicable	Sl No 1 To 6 Not Applicable

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Format C-1

(*For candidate to publish in Newspaper, TV*)

Declaration about criminal cases

(*As per the judgement dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)*

Name and Address of Candidate : - **Mr. KALOBARAN MONDAL, Andal More, Ukhra Road, P.O.- Andal, P.S.- Andal, District- Paschim Bardhaman, PIN-713321.**

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS.**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election :**- Election to the Legislative Assembly of West Bengal, 2026.**

*Name of Constituency: **278, RANIGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY.**

I, Mr. KALOBARAN MONDAL, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	3rd JM DURGAPUR COURT	ANDAL P.S. CASE No. 330 of2016, Dated 28/11/2016 G.R. CASE No-2126/2016	PENDING	U/S 147/148/149/448/323/506 of IPC. Alleged of rioting, rioting armed with deadly weapon, member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, house trespass, voluntarily causing hurt & criminal intimidation.

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment imposed
1	NA	NA	NA

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Format C-1

(*For candidate to publish in Newspaper, TV*)

Declaration about criminal cases

(*As per the judgement dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)*

Name and Address of Candidate**:- Mr. BIDHAN UPADHYAY, C/O Lt. Manik Upadhyay, D/5, Sristi Nagar, Asansol (M. CORP.) Paschim Bardhaman, Pin-713305.**

Name of Political Party: **All India Trinamool Congress**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: -**Election to the Legislative Assembly of West Bengal, 2026**

*Name of Constituency: **283, BARABANI ASSEMBLY**

I, Mr. BIDHAN UPADHYAY, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	LD 2nd J.M. Asansol Court	Asansol (North) P.S. CASE NO. 31/96 Dated 25/02/96 (GR No 251/96)	Charges framed and fixed for evidence	U/S 148/149/323/325/332/353/427/506 of I.P.C. 1860, Alleged offences of rioting, unlawful assembly in prosecution of common object, voluntarily causing hurt, voluntarily causing grievous hurt, voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty, mischief causing damage to the amount of fifty rupees, criminal intimidation.

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date (s) of order (s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment imposed
1	NA	NA	NA

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 10.04.2026 PAGE 8_Layout 1 4/9/2026 9:52 PM Page 1

তাপস মণ্ডল ● তৃণমূল প্রার্থী

মনোনয়নপর্ব থেকেই রায়দিঘিতে নজর কাড়ছেন বিজেপির পলাশ

পলাশ রানা ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

মনোনয়ন জমা দেওয়া ঘিরে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী রইল রায়দিঘি ১৩৪ বিধানসভা। রায়দিঘি ১৩৪ বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী পলাশ রানা তার নমিনেশন পত্র জমা দিতে গেলেন সাধারণ গাড়ির বদলে কয়েক ডজন জেসিবি নিয়ে। তাঁর এই বর্ণাঢ্য মিছিল দেখে থমকে গিয়েছিল গোটা এলাকা। আর ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস আর এই ব্যতিক্রমী ভাবনা রায়দিঘির নির্বাচনী প্রচারকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বাম আমলের প্রভাবশালী নেতা ও প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ব্যাটন তুলে দিয়েছেন ছেলে সাম্যর হাতে। ফলে ২০২৬-এর ভোটে এই কেন্দ্রে লড়াই আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, সুন্দরবন অঞ্চলে কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজ আজও মানুষের মনে দাগ কাটে। তাঁর মন্ত্রিত্বকালের উন্নয়নই এখন প্রচারের বড় অস্ত্র। সেই ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখেই এগোচ্ছেন সাম্য। আইন নিয়ে পড়াশোনা করা এই সমাজসেবী প্রার্থী স্থানীয় সমস্যাগুলিকেই তুলে ধরে প্রচার চালাচ্ছেন। এলাকার মানুষও তাঁদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি তাঁর কাছে জানাচ্ছেন।দুর্যোগের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইতিহাস তুলে ধরে বাম শিবির বলছে, বহু বছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রাতে কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর ছেলে সাম্য এবং স্থানীয় কর্মীরাই বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকেছেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার নিয়েও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে সাম্যর। এই প্রসঙ্গে সাম্য অবশ্য জানান, ‘সারা রাজ্যে যেমন দুর্নীতি আছে, রায়দিঘিতেও আছে। এখানে পঞ্চায়েতে বিভিন্ন দুর্নীতি। ২০১১ সালে পর থেকে নতুন কোনও কাজ হয়নি। রায়দিঘি থেকে জয়নগর রেললাইনের দাবি দীর্ঘদিনের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রেলের বাজেটেই লেখা হয়নি। রায়দিঘির বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তার ভগ্নদশা। তখন যে রাস্তাগুলো হয়েছিল, সেগুলির কোনও সংস্কার হয়নি। এসব কথাই তুলে ধরছি প্রচারে।’ শুধু কী তাই, তাঁর প্রচারেও রয়েছে এক অভিনবত্ব। সিপিএমের তরফ থেকে তৈরি করা হয়েছে চার মিনিটের একটি থিম সংয়ের ভিডিয়ো ট্যাগ লাইন, ‘রায়দিঘি ডাক দিল এবার সাম্যকে চাই’। সাম্যর প্রচারে তাঁর বাবা দাপুটে প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ছাড়াও থিম সং-এও রয়েছে তাঁর ছায়া। গানটিতে বলা হচ্ছে, কান্তির হাতে গড়া রায়দিঘিতে উন্নয়ন থমকে। এবার নিজের গ্রামেই হবে কর্মসংস্থান।সাম্য বলেন, এই থিম সং নিয়ে টোটো-অটো ঘুরবে বিধানসভার এলাকার অলিগলিতে।

এর পাল্টা দিতে বসে নেই জোড়াফুল শিবিরও। নতুন মুখ এনে চমক দিয়েছে তাঁরা। ২০২৬-এর প্রার্থী এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল। রায়দিঘিতে উন্নয়ন জারি রাখতে ইস্তেহার প্রকাশ করেছে তারা। এর মূল দায়িত্বে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। তিনি বলেন, ১০টি প্রধান উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ইস্তাহারে। ইস্তেহারের অঙ্গীকার, রায়দিঘির নদীবাঁধ সংস্কার, রায়দিঘি স্টেডিয়ামের পুনর্গঠন, এলাকায় একটি পলিটেকনিক কলেজ নির্মাণ, রায়দিঘিতে বাস টার্মিনাস শেষ পর্যায়ের কাজ দ্রুত শেষ করা, দমকল কেন্দ্র নির্মাণ, মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ ইত্যাদি।এই বিধানসভা কেন্দ্রিক ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। যেখানে রয়েছে আগামীতে ১০টি উন্নয়নের অঙ্গীকার। তৃণমূল প্রার্থী তাপস মণ্ডল বলেন, এই অঙ্গীকারপত্র প্রতি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিজেপি অবশ্য থিম সং, বা ইস্তেহার, কিছুই প্রকাশ করছে না। প্রার্থী পলাশ রানা বলেন, আমাদের অস্ত্র ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার। সেজন্য তৈরি আছে মহিলা টিমও।

অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানাও এলাকার বাসিন্দা। তিনি বলেন, এটা আমার নিজের এলাকা, হাতের তালুর মত চেনা। ঘরে ঘরে প্রচার করেই বাজিমাত করব আমরা। কারণ পরিবর্তন চাইছে মানুষ। এছাড়া আমাদের মহিলা টিম নতুন রায়দিঘি গড়ার শপথ নিয়ে বুথে বুথে প্রচার করবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। রায়দিঘি, যা পূর্বে রায়নগর নামে পরিচিত ছিল, গড়ে উঠেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। রায়নগর ১৪৮৯ সালের দিকে গৌড়ের শাসক শুভুদ্ধি রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর পুত্র দুর্গাদাস রায় পরবর্তীতে ৩৩ একর জমির একটি বিশাল জলাশয় খনন করেন যা এই স্থানটির বর্তমান নামকরণ করে। রায়দিঘির দিঘি নামে পরিচিত পুরন পুকুরটি নদী সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে। এই নির্বাচনী এলাকাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত, সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তের কাছাকাছি। এরপর ২০১১ সালে এই নির্বাচনী এলাকা তৈরির পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। রায়দিঘি মথুরাপুর লোকসভা আসনের অধীনে সাতটি বিধানসভার মধ্যে একটি। মথুরাপুর ২ এর ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সমগ্র মথুরাপুর ১ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লককে নিয়ে এই বিধানসভা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই বিধানসভাটি মূলত গ্রামীণ এলাকা নিয়ে গঠিত।

রায়দিঘি থেকে এ পর্যন্ত তিনবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তিনটিতেই জয়লাভ করেছে। ২০১১ সালে, পেশায় অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী দেবশ্রী রায় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে এই আসন থেকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়কে ৫,৫৫৩ ভোটে পরাজিত করেন। ২০১৬ সালেও তৃণমূল আসনটি ধরে রাখে, দেবশ্রী রায় আবারও কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। তবে ব্যবধান কমে সেবার ১,২২৯ ভোট দাঁড়িয়েছিল। দেবশ্রীকে তৃণমূল কংগ্রেস ২০২১ সালে টিকিট দেয়নি, সেবার তৃণমূলের হয়ে অলক জলদাতা বিজেপির শান্তনু বাপুলিকে ৩৫,৫৬৮ ভোটে পরাজিত করেন।তবে এট ঠিক যে ২০২১ সালের ফলাফল রায়দিঘিতে বিজেপির উত্থান এবং বামপন্থীদের পতন নিশ্চিত করে। সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তৃতীয়া স্থানে নেমে যান। ২০১৬ সালে ৪৫.৯২ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৪৬.৮০ শতাংশ ভোটের পর তাদের ভোটের ভাগ ১৫.৪৮ শতাংশে নেমে আসে। বিজেপির ভোটের ভাগ বেড়ে যায়। ২০১১ সালে ১.৮০ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৩.৫৪ শতাংশ থেকে ২০২১ সালে ভোট ৩৩.৫৮ শতাংশে বেড়ে যায়।

লোকসভা নির্বাচনও একই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা গেছে। রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চারটি লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে। ২০০৯ সালে তারা সিপিআই(এম)-এর থেকে ১৯,০৩৮ ভোটে এবং ২০১৪ সালে ৩,৭৪১ ভোটে এগিয়ে ছিল। এরপর বিজেপি সিপিআই(এম)-কে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর আসন থেকে সরিয়ে দেয়। তৃণমূল ২০১৯ সালে ১২,৯১৯ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ২০,৯৩৭ ভোটে বিজেপির থেকে এগিয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৬ সালের নির্বাচনী খসড়া তালিকায় রায়দিঘির ভোটার সংখ্যা ২,৭২,৮১৬। ২০২৪ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ১৪,৮৫০ জন কমেছে। ২০২৪ সালে সেখানে ভোটার ছিলেন ২,৮৭,৬৬৬ জন। এর আগে, ২০২১ সালে ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৭৩,৫৫৮ জন, ২০১৯ সালে ২,৬১,৩৬৪ জন, ২০১৬ সালে ২,৪৩,৭১১ জন এবং ২০১১ সালে ২,০৭,১৪০ জন। মুসলিম ভোটার ২৩.৬০ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২৮.১২ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি ১.৪৯ শতাংশ। প্রায় ৯৪.৭০ শতাংশ ভোটার গ্রামীণ এলাকায় বাস করেন এবং শহরাঞ্চলে মাত্র ৫.৩০ শতাংশ ভোটার বাস করেন। ভোটদানের হার অনেক বেশি, ২০১১ সালে ৯০.৪৬ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৮৯.৩০ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৮৪.৪৩ শতাংশ, ২০২১ সালে ৮৭.৬২ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৮১.৯০ শতাংশ।

রায়দিঘি দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যান্য অংশের সঙ্গে প্রধানত সড়কপথে সংযুক্ত। মহকুমা সদর দফতর ডায়মন্ড হারবার সড়কপথে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ কিমি দূরে। জেলার সদর দফতর বারুইপুরে, রায়দিঘি থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দূরে। কলকাতা থেকে সড়ক সংযোগে বারুইপুর এবং বিষ্ণুপুর হয়ে, রায়দিঘি এলাকার মোট দূরত্ব প্রায় ১০০ থেকে ১১০ কিমি। বাসগুলি রায়দিঘিকে ডায়মন্ড হারবার, বিষ্ণুপুর এবং জেলার অন্যান্য নোডাল পয়েন্টগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করে। তবে এই রায়দিঘিতে কোনও রেলওয়ে স্টেশন নেই। নিকটতম রেলস্টেশন হল শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর-কাকদ্বীপ-নামখানা লাইনের মথুরাপুর রোড স্টেশন। রায়দিঘি থেকে মথুরাপুর রোড প্রায় ২০ কিমি দূরে অবস্থিত এবং যাত্রীরা এই অংশটি বাস, অটো বা শেয়ার গাড়িতে যাতায়াত করেন।

নিকটবর্তী শহর এবং উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তর-পশ্চিমে ডায়মন্ড হারবার এবং উপকূলীয় অঞ্চল বরাবর আরও দক্ষিণে কাকদ্বীপ এবং নামখানা। উত্তর এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বারুইপুর এবং ক্যানিং, রায়দিঘির বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তবে দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ, স্পেশাল স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের জন্য কলকাতা এখনও প্রধান কেন্দ্র।

রায়দিঘিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ফের জয়ী হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এই আসনটি তৈরি হওয়ার পর থেকে তারা তিনটি বিধানসভা নির্বাচনেই জয়লাভ করেছে। এই আসনের চারটি লোকসভা নির্বাচনেই নেতৃত্ব দিয়েছে তৃণমূল। তবে, বিজেপি দ্রুত শক্তি বাড়াচ্ছে এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সিপিআই(এম)-কে সরিয়ে উঠে এসেছে। তবে এসআইআর-এর পর রায়দিঘির রাজনৈতিক ছবি বদলের সম্ভাবনার আশা করছে শাসক বিরোধী শিবির। সঙ্গে রয়েছে এক প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া।

শুধু তাই নয়, বামেরা এবারের নির্বাচনে কতটা দাগ কাটতে চলেছে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার বিরোধী শিবিরের কাছে। এতো কিছুর পরেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশের তৃণমূলের এই আসন ধরে রাখতে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
অলোক জলদাতা	তৃণমূল কংগ্রেস	১,১৫,৭০৭	৪৮.৪৭ %
শান্তনু বাপুলি	বিজেপি	৮০,১৩৯	৩৩.৫৭ %
কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়	সিপিএম	৩৬,৯৩১	১৫.৪৭ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,৪৬২	০০.৬১ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
রায়দিঘি	২,৮৭,৬৬৬	২,৭২,৮১৬	২,৭৪,৮১১

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়া।

জনসংযোগে জামুড়িয়া বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়।

জনসংযোগে ব্যস্ত পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের সমর্থনে প্রচারে প্রতিকুর রহমান ও বাবুল সুপ্রিয়।

জনসংযোগে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচি।

প্রচারে রায়দিঘি কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সাম্য গঙ্গোপাধ্যায়।